দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:02 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ৭ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরি ● ২ ডিসেম্বর ২০২২ ● ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ ● শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

ভাইজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিশিষ্টজনদের

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাজের পরিধি যত বাড়ছে ততই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সংস্থার কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের ব্যস্ততাও। সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে তাঁকে যেতে হয় নিয়মিত। তারই ফাঁকে আবার চলে সমাজের নানাস্তরের মানুষের সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎকার-পর্ব। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আসেন ব্যক্তিগতভাবে আইমা সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে, কেউবা আসেন সমাজসেবার কথা ভেবে তাঁদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাকে ভাইজানের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। এখানে হিন্দু-মুসলিম কোনও ভেদ থাকে না।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

এক ঝলকে

বরফে সমাহিত ছিল জম্বি ভাইরাস

● ৪৮৫০০ বছর বরফের নীচে সমাহিত ছিল জম্বি ভাইরাস! সেই মারণ ভাইরাস হঠাৎ জেগে উঠেছে। তার পুনরুজ্জীবনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বিশ্বে। বিশ্বত্রাস করোনা ভাইরাস যেতে না যেতেই সুপ্রাচীনকাল সমাহিত থাকা ভাইরাসের পুনরুজ্জীবনে আবার বিশ্ব মহামারীর আতঙ্ক জাগিয়ে তুলছে। ইউরোপীয় গবেষকরা রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের পারমাফ্রস্ট থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাচীন পারমাফ্রস্ট গলানো মানুষের জন্য একটি নতুন হুমকি হতে পারে। গবেষকদের মতে যারা প্রায় দুই ডজন ভাইরাসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

২ বছর বয়সে প্রতিভার বিচ্ছুরণ

● বয়স সবে মাত্র ২ বছর ৬ মাস। মুখের আধো আধো ভাষায় অনায়াসেই সে বলে দিতে পারে জ্ঞানী মানুষদের মতো বহু কিছু। আর যা দেখে ও শুনে হতবাক হয়ে যান বিশ্ববাসী। এমনই প্রতিভার অধিকারী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানার মদনগঞ্জের ছোট্ট শিশু অহেনজিতা মিস্ত্রি। সম্প্রতি বিশেষ প্রতিভার জন্য অহেনজিতা ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস -এ নামও তুলেছে। কিন্তু অহেনজিতা কী এমন পারে, যা দেখে সত্যি বিস্ময় হতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য কবির ৫০ থেকে ৬০ লাইনের কবিতা সে অনায়াসেই বলতে পারে। এমনকী বড় বড় ইংরেজি বাক্য থেকে অক্ষর চেনা, ৭টি বাংলা গান, ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে জাতীয় সংগীত গাওয়া, ৪০টি বাংলা ছড়া এবং বহু ইংরেজি ছড়া খুব কম সময়ের মধ্যে সে বলতে পারে।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

রোনাল্ডোকে 'বিরাট' প্রস্তাব

● ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড পর্বের পর ৩৭ বছর বয়সী ফুটবলারকে সৌদি আরবের একটি ক্লাব তিন বছরের জন্য ২২৫ মিলিয়ন ডলারে প্রস্তাব দিয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপের পর ক্লাব ও রোনাল্ডোর মধ্যেও এই চুক্তি হতে পারে। পর্তুগাল তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাব এবং ম্যানেজার এরিক টেন হাগকে তিরস্কার করেন। এর পরে দু'পক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ার ঘোষণা করে দিয়েছেন রোনাল্ডো। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর চলতি সপ্তাহে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসর থেকে বড় অর্থের অফার পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বলেন ক্লাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁকে ক্লাব ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন, যার পরে তিনি খুব বিরক্ত ছিলেন।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

মোদী নাকি বিবেকানন্দের অবতার!

রাহুল সিনহার মন্তব্যে তীব্র বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজনীতিতে কত কিছুই যে ঘটে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে বিতর্কিত মন্তব্য আর রাজনীতি যেন সমার্থক হয়ে গিয়েছে ইদানীং। কিছুদিন আগে বাগদার বিজেপিত্যাগী বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রানি রাসমণির সঙ্গে তুলনা করে বিতর্ক বাঁধিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রানি রাসমণির মতো কাজ করছেন। আগামী একশো বছর মানুষ তাঁকে মনে রাখবে। এবার এক কদম এগিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে তুলে ধরে হাসির খোরাক হলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। তাঁর মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই জলঘোলা শুরু হয়েছে।

বিজেপি নেতারা তাঁদের মোটা দাগের রাজনীতির স্বার্থে দেশের অনেক বরেণ্য মানুষকে নিজেদের আঙিনায় এনে জড়ো করেছেন অনেক আগেই। হিন্দুত্ববাদের প্রচার করতে তাঁরা এইসব মনীষীদের আদর্শকে নিজেদের আদর্শ বলে প্রচার করেন বলে অভিযোগ। এঁদের তালিকায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ-সহ অনেকেই আছেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীকে সরাসরি স্বামীজির অবতার হিসাবে দেখানোর প্রবণতা বিরল। যে কাজটি করে হইচই ফেলে দিলেন রাহুল সিনহা। স্বামী বিবেকানন্দ পুনর্জন্ম নিয়ে নরেন্দ্র মোদী রূপে ফিরে এসেছেন, এই মন্তব্যে কাঁদবেন না, হাসবেন ভেবে পাচ্ছেন না খোদ বিজেপি নেতারাই।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং বিবেকানন্দ অনুরাগীদের বিশ্লেষণ, স্বামীজীর হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে আরএসএস-বিজেপির হিন্দুত্ববাদের কোনও তুলনাই চলে না। স্বামী বিবেকানন্দ কখনও মানুষে মানুষে বিভেদের কথা বলেননি। বরং ব্রাহ্মণ, চণ্ডালকে এক আসনে বসিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে মজবুত করার কথা বলেছেন তিনি। আর বিজেপির হিন্দুত্বের সবটাই হল ভাঁওতা। যেখানে হিন্দু ধর্মের মূল সুরকেই অস্বীকার করছেন বিজেপি নেতারা। শুধুমাত্র রাজনীতির জন্যই হিন্দু ধর্মকে ঢাল করে সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলছেন তাঁরা। একই কথা বলছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারাও। রাহুল সিনহার বক্তব্য, "মোদীজি যেভাবে মানুষের জন্য ভাবেন, কাজ করেন। তা দেখেই বোঝা যায় যে, স্বামীজি ফিরে এসেছেন মোদীজির রূপে।" তাঁর এই কথাকে হাতিয়ার করে তাঁকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বিজেপি নেতাকে বদ্ধ উন্মাদ বলেও তোপ দেগেছেন তিনি। কুণাল ঘোষ বলেছেন, "ওঁকে এখনই মানসিক রোগী ঘোষণা করে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

এর পর দুয়ের পাতায়

হুজুর কেবলা ও ভাইজানের উপস্থিতিতে দোয়ার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া ব্লকের দেউলপোতা অঞ্চল আইমার সভাপতি সেখ আনোয়ার আলি। শুধু সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেই তাঁর কাজ থেমে থাকে না। এর বাইরে তিনি প্রতিবছর নিজের বাড়িতে আয়োজন করেন দোয়ার মজলিশের। যেখানে পরলোকগত স্বজনদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া প্রার্থনা করা হয়। বিগত ১৬ বছর ধরে হয়ে আসছে এই আয়োজন। প্রায় প্রতিবছরই নিয়ম করে আইমার সভাপতি তথা বিশিষ্ট পির আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলী আল হোসাইনী সাহেব এবং আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান এই মজলিশে উপস্থিত থাকেন। এবারও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। হলদিয়া ব্লকের জামবেড়িয়ার নিজ বাসভবনে দোয়ার মজলিশের আয়োজন প্রসঙ্গে সেখ আনোয়ার আলি বলেন, ক্ষুপ্রতাপপুর দরবারের হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ হোসাইনী সাহেব ও প্রাণপ্রিয় ভাইজান সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেবের আদর্শ ও ন্যায়-নীতি আমাকে মুগ্ধ করে। আমার পথপ্রদর্শক হুজুর কেবলা ও ভাইজান। তাঁদেরকে নিজের ঘরে এনে দোয়ার মজলিশ করতে পেরে আমি ধন্য।

শ্রদ্ধেয় হুজুর কেবলা ও ভাইজানের বক্তব্য উপস্থিত শ্রোতাদের উজ্জীবিত করে। কুরআন-হাদিসের শরিয়ত সম্মত ব্যাখ্যার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন তাঁরা। পাশাপাশি পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কী হবে সে কথাও উল্লেখ করেন। তবে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে একটি বিষয়। তা হল দোয়ার মজলিশের এই অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক মানুষও উপস্থিত ছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের আগমন যেন মহা মিলনের এক ক্ষেত্র তৈরি করেছিল।

সেখ আনোয়ার আলির বাড়ির এই অনুষ্ঠানে তাঁর দুই পুত্র সেখ হাসানুর জামান ও সেখ আবদুল হালিম সহ উপস্থিত ছিলেন ওই অঞ্চলের আইমার একাধিক নেতৃত্ব। এছাড়াও ছিলেন রাজ্য, জেলা ও ব্লকস্তরের নেতৃবৃন্দ। অতিথিদের আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি রাখেননি আয়োজকরা।

এর পর দুয়ের পাতায়

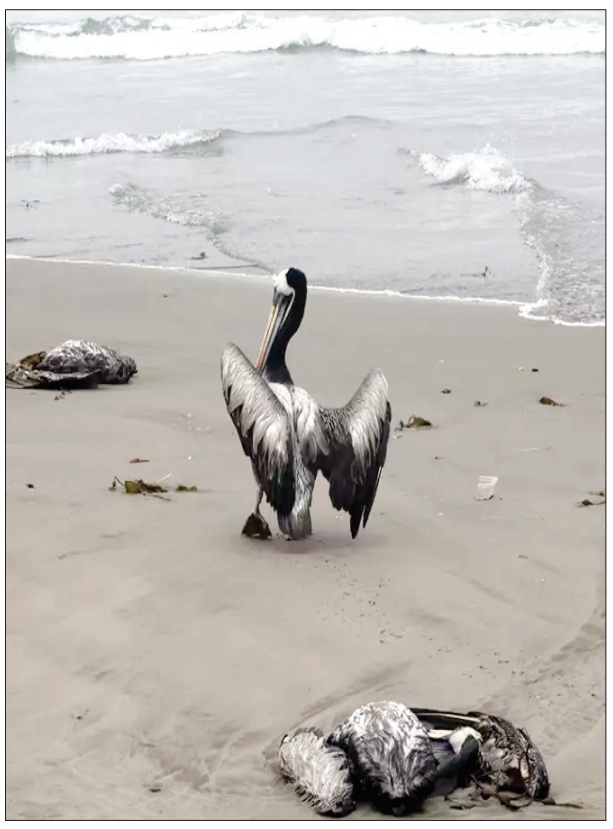

বার্ড ফ্লুতে মারা গিয়েছে প্রায় ১৩,০০০ পেলিকান। পেরুর প্রশান্ত মহাসাগরে লিমার সান্তা মারিয়া সমুদ্র সৈকতে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে এইরকম দৃশ্য।

বিজেপির সঙ্গে জোট নৈব নৈব চ!

১০ নেতাকে 'শিক্ষা' সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃণমূলকে হারাতে বিজেপি-সিপিএম জোট করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একাধিক সমবায় সমিতিতে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নন্দকুমার সমবায় সমিতিতে নির্বাচনে জয়ের পর থেকেই বাম-বিজেপি জোট তত্ত্ব নিয়ে চর্চাও শুরু হয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে। নন্দকুমার মডেলের প্রয়োগের বাড়বাড়ন্ত শুরু হতেই শক্ত হাতে রাশ ধরল সিপিএম।

নন্দকুমার মডেল অনুসরণ করে বিজেপি ও সিপিএম এক ছাতার তলার আশার চেষ্টা করছিল সম্প্রতি। কিন্তু রামের সঙ্গে বামের জোটকে কোনওভাবেই মানতে পারছে না জেলা সিপিএম। তাই যাঁরা এই জোটের সঙ্গে যুক্ত তাঁদেরকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সিপিএম কমিটি। সম্প্রতি গঠরা সমবায় সমিতির নির্বাচনের বিজেপির সঙ্গে জোট করার ফলে সিপিএম নেতাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আগামী ৪ ডিসেম্বর তমলুক খারুই গঠরা সমবায় সমিতি নির্বাচন। আর এই নির্বাচনে সিপিএম এবং বিজেপি জোট বেঁধে নির্বাচন এবং মনোনয়নপত্র জমা দেয়। সমবায় বাঁচাও মঞ্চ গড়ে সিপিএম ও বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল। তবে জেলা সিপিএমের তরফ থেকে জানানো হয় এই জোটের কোনও সিদ্ধান্ত জেলা নেতৃত্বকে জানানো হয়নি।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সিপিএম সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি বলেন, আমরা কোনওদিন তৃণমূল বা বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচন লড়ব না। যাঁরা তৃণমূল বা বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচন লড়বে, তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। আমরা জানতে পেরেছি যে, খারুই গঠরা সমবায় সমিতির নির্বাচনে সিপিএমের সঙ্গে বিজেপি জোট বেঁধে নির্বাচন করছে। এরপরই পার্টির অবস্থান জানিয়ে কমিটির সদস্যদের দলের নির্দেশ মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয়। সিপিএম এরিয়া কমিটির সুরেন্দ্রনাথ আচার্য, রঘুনাথ ভৌমিক, দীনেশ মণ্ডল-সহ সিপিএম সমর্থিত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা বলা হয়। জেলা নেতৃত্বের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা যদি প্রার্থীপদ প্রত্যাহার না করেন, তাহলে দল তাঁদের বহিষ্কার করবে।

এর পর দুয়ের পাতায়

নন্দীগ্রামে 'তুরুপের তাস' রাজীব!

শুভেন্দু-কুণালের দ্বৈরথে নয়া চমক তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: নন্দীগ্রামে রবিবার মহারণ। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে নন্দীগ্রামে দ্বৈরথ কুণাল ঘোষের। আর সেই দ্বৈরথে এবার তৃণমূলের চমক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১-এর নির্বাচনের আগে বিজেপিতে গিয়েছিলেন। এবার সেই রাজীবই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে তৃণমূলের তুরুপের তাস হয়ে হাজির হচ্ছেন নন্দীগ্রামে।

তৃণমূল ও বিজেপি- উভয়রেই টার্গেট নন্দীগ্রাম। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী ও কুণাল ঘোষ স্বল্প ব্যবধানে দুই কর্মসূচিতে হাজির হচ্ছেন। বর্তমানে কুণাল ঘোষ পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলের পর্যবেক্ষক হয়ে যাওয়ার পর শুভেন্দুর সঙ্গে দ্বৈরথ জমজমাট রূপ নিয়েছে। এবার সেই দ্বৈরথের মাঝেই শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আসছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১-এর আগে তৃণমূল ছেড়ে চাটার্ড ফ্লাইটে করে দিল্লি গিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। শুভেন্দুর যোগদানের পর তাঁর যোগদান নিয়ে সবথেকে বেশি চর্চা হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। কিন্তু ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির গোহারা হারের পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে তৃণমূলে ফিরে এসেছিলেন রাজীব। রাজীবের প্রত্যাগমনকে তাঁরে নিজের জেলা নেতৃত্ব মানতে না চাইলেও, তৃণমূল তাঁকে ফেলে দেয়নি। ত্রিপুরায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে যোগদান করিয়েছিলেন তৃণমূলে। তারপর থেকে তিনি ত্রিপুরা তৃণমূলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ত্রিপুরায় তৃণমূলের দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি তিনি বাংলায় এসে এবার মস্ত একটা কর্মসূচিতে অংশ নিতে চলেছেন। তিনি এবার গেলেন শুভেন্দু-গড় নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রামের ২ নম্বর ব্লকে চাটাই বৈঠকে অংশ নিলেন কুণাল ঘোষের সঙ্গে।

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১-এর পর তৃণমূলে ফিরে আসার সোপান তৈরি করতে প্রথমে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কাছেই গিয়েছিলেন।

এর পর দুয়ের পাতায়

মসজিদের আদলে বাসস্টপ!

বিজেপি সাংসদের অভিযোগে নকশায় বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবিকল মসজিদের আদলে তৈরি বাসস্টপ! মহীশুরে সেই বাসস্টপকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বাসস্টপকে মসজিদের মতো দেখতে হওয়ায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বিজেপি সাংসদ। তিনি বাসস্টপটি ভেঙে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিলেন। এরপরই বাসস্টপের মাথার ওপর তিনটি গম্বুজের দুটো গম্বুজ সরিয়ে দেওয়া হয়। একটি গম্বুজটির রঙ লাল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি প্রকাশ পেয়েছে।

ন্যাশনাল হাইওয়ে ৭৬৬ কেরালা বর্ডার-কোলেগালা সেকশনে বাসস্টপের বিশ্রাম কেন্দ্রটি কিছুদিন আগে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহা সম্প্রতি বাসস্টপটি মসজিদের মতো হওয়ার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারদের মসজিদের মতো দেখতে বাসস্টপটি ভাঙতে নির্দেশ দেন। সাংসদের এই নির্দেশ দেওয়ার পরেই তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। বিরোধীরা সিমহার বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করার অভিযোগ করেন। সিমহা সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, 'আমি দেখেছি, বাসস্ট্যান্ডের তিনটি গম্বুজ রয়েছে। একটি বড়ো, পাশের দুটি ছোটো। এটি শুধুমাত্র মসজিদে দেখতে পাওয়া যায়।' তিনি অভিযোগ করেন, মহীশুরের বেশিরভাগ অবকাঠামো এই ধরনের নকশায় তৈরি হচ্ছে। আমি ইঞ্জিনিয়ারদের বলেছি, বাসস্টপটি ভেঙে ফেলতে। না হলে আমি তিন-চার দিনের মধ্যে জেসিবি দিয়ে ভেঙে ফেলব।'

স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক রাম দাসের নেতৃত্বে এই বাসস্টপটি তৈরি হয়েছিল। যদিও তিনি দলের সাংসদের এই ধরনের মন্তব্য প্রথমে অস্বীকার করেন। পরে তিনি জানিয়েছিলেন, মহীশুরের প্রাসাদ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই নকশাটি তৈরি করেছিলেন। পরে তিনি মহীশুরের স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে ক্ষমা চান। তিনি বলেন, মহিশুরের ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে এই নকশা করা হয়েছিল। এতে কারও ভাবাবেগে আঘাত লাগলে তিনি দুঃখিত। তিনি বলেছিলেন, বাসস্টপটিতে তিনটি গম্বুজ রয়েছে। তার মধ্যে দুটি গম্বুজ সরিয়ে নেওয়া হয়। বিজেপি সাংসদ সিমহা সোশ্যাল মিডিয়ায় বাসস্টপটি বিশ্রামকেন্দ্রের পরিবর্তনের খবর শেয়ার করেছেন। পাশাপাশি একটি ছবি প্রকাশ করেছে। সেখানে বাসস্টপটিতে তিনটে গম্বুজের বিরুদ্ধে একটি গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। আগে গম্বুজগুলোর রঙ সোনালি ছিল। বর্তমানে একটি বড় গম্বুজের রঙ লাল করা হয়েছে। ভারতের ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি সিটি কর্পোরেশন এবং কর্ণাটক রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডকে এই বাসস্টপটির অবকাঠামো ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল।

শিক্ষার প্রসারে একুশতম বছরে পথ হাঁটছে

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

রেজিস্টার্ড অফিস : হাল্যান ◻ বাগনান ◻ হাওড়া - ৭১১৩১২

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব ড. সেখ আবদুল মুজিদ

শিক্ষক চাই

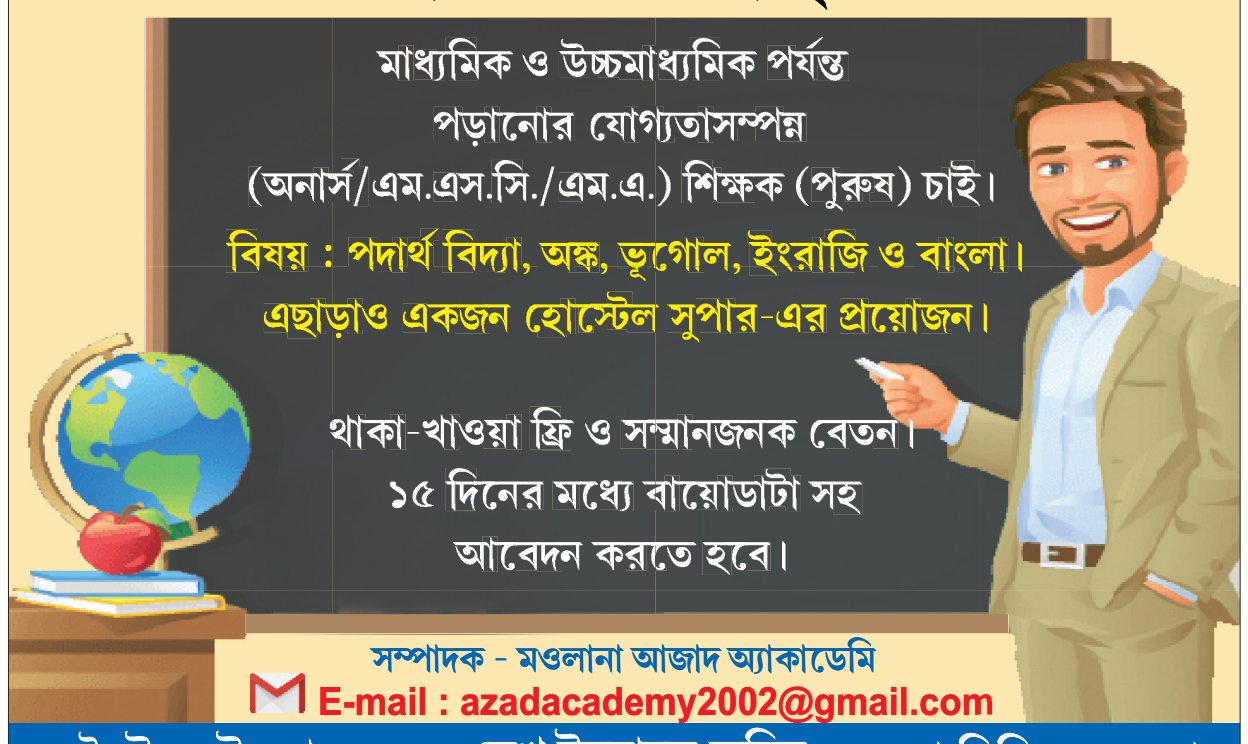

সম্পাদক - মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি

E-mail : azadacademy2002@gmail.com

সৈঈদুল ইসলাম (সহ-সম্পাদক) Mob. : 9902 013 102

সেখ ইমদাদুল করিম (সহ-সম্পাদক) Mob. : 9733 095 821

সেখ সিদ্দিকুর রহমান (টি.আই.সি.) Mob. : 9735 742 094

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ (বিজ্ঞান) শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

জি.ডি. স্টাডি সার্কেলের পরিচালনায় বিগত দিনের মতো এম. ক্যাটের মাধ্যমে একাদশ (বিজ্ঞান) শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ফর্ম দেওয়া শুরু হবে ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে

পথ নির্দেশনা ও বিস্তারিতভাবে জানার জন্য

মওলানা আজাদ অ্যাকাডেমি ● Mob. : 7501 127 952

ঘুম ভেঙেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরির

বিশেষ প্রতিনিধি: ১৮৪৩ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় সক্রিয় এই আগ্নেয়গিরি থেকে ৩৩ বার লাভা উদ্গীরণের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মাউনা লোয়ায় গত চার দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো লাভা উদ্গিরণ শুরু হয়েছে। আগ্নেয়গিরিটির অবস্থান আমেরিকার হাওয়াইতে। রবিবার রাতে আগ্নেয়গিরিটিতে লাভা উদ্গীরণ শুরু হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, লাভার প্রবাহ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের আশপাশে রয়েছে। আপাতত তা নিম্নাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কম। সোমবার মার্কিন ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান (ইউএসজিএস) সতর্ক করে বলেছে, পরিস্থিতি যে কোনও সময় মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত আশপাশ এলাকার লোকজন সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়নি। ১৮৪৩ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় সক্রিয় এই আগ্নেয়গিরি থেকে ৩৩ বার লাভা উদ্গিরণের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ১৯৮৪ সালে আগ্নেয়গিরিটি থেকে টানা ২২ দিন লাভা উদ্গীরণ হয়েছিল।ওই সময় আগ্নেয়গিরি থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে হিলো শহরে লাভা ছড়িয়ে পড়েছিল।

৩৮ বছর পর বিশ্বের বৃহত্তম সক্রিয় আগ্নেয়গিরি থেকে কমলা, উজ্জ্বল লাভা এবং ছাইয়ের ঢেউ বিস্ফোরিত হতে শুরু হয়েছে। হাওয়াইয়ের বিগ আইল্যান্ডে বসবাসকারী মানুষদের খারাপ পরিস্থিতির জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

১০ দিনে ১২ জনের শিরশ্ছেদের নির্দেশ সৌদি আরবের ঘটনায় নিন্দার ঝড়

বিশেষ প্রতিনিধি: নানা অজুহাতে সৌদি আরবে মানুষের উপর নেমে আসছে মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া। এবার মাদক চক্রে জড়িত সন্দেহে গত ১০ দিনে ১২ জনের শিরশ্ছেদ করা হয়েছে সৌদি আরবে। এদের মধ্যে অধিকাংশকে তরবারি দিয়ে শিরশ্ছেদ করা হয়েছে বলে খবর। এমনই একটি রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই, চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, মাদক সংক্রান্ত বিষয়ে ১২ অভিযুক্তের মধ্যে ৩ জন পাকিস্তানি, ৪ জন সিরিয়ার, জর্ডনের ২ জন এবং সৌদি আরবের ৩ জনের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়েছে। সৌদি আরবের এমন নির্মম ছবি প্রকাশ্যে আসার পর বিশ্বজুড়ে উঠেছে নিন্দার ঝড়। তবে, সৌদি আরবে এই ঘটনা প্রথম নয়। গত মার্চ মাসে একদিনে ৮১ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাও ঠিক এভাবেই। সৌদি আরবের ইতিহাসে এটিই একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর। এর আগে ১৯৮০ সালে মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদ দখলে অভিযুক্ত ৬৩ জনকে মুণ্ডচ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসাজসের অভিযোগ-সহ একাধিক অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগেই ৮১ জনের শিরশ্ছেদ করা হয় বলে খবর।

২০২০ সালে সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ড কমানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন যুবরাজ মহম্মদ বিন সালেমান। লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে নরম হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল সৌদি সরকার। তবে খুন এবং মানুষ পাচারের অভিযোগে যারা যুক্ত থাকবে, তাদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে সৌদি প্রশাসনের নির্দেশে মার্কিন সাংবাদিক জামাল খাশোগিকে হত্যা করা হয়। সৌদি সরকারের সমালোচনা করার জন্য খাসোগিকে ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে হত্যা করা হয়েছিল। প্রথম খাসোগি হত্যার দায় অস্বীকার করলেও, পরে ইউটার্ন নেয় সৌদি সরকার।

মার্কিন সাংবাদিকের হত্যার ঘটনায় মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সৌদি সরকার বিশ্বব্যাপী চাপের মুখে পড়ে। এরপেরই মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন সৌদি আরবের যুবরাজ। কিন্তু যুবরাজের ঘোষণা সত্ত্বেও আদতে তা যে কার্যকর হয়নি, ১২ জনের শিরচ্ছেদের ঘটনা তা ফের স্পষ্ট বলে মনে করা এ বছর সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা ২০২০-২১ সালের মিলিত সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছে একটি সংবাদসংস্থা। চলতি বছরে সৌদি আরবে এই নিয়ে ১৩২ জনকে শিরশ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে সংবাদসংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

পাকিস্তানজুড়ে হামলার নির্দেশ তালিবানের

ঘোর বিপাকে শাহবাজ শরিফ

বিশেষ প্রতিনিধি: ইমরান খান ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এই সবে গদিতে থিতু হচ্ছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এর মধ্যেই শাহবাজের সামনে এখন ঘোর বিপদ। জুন মাসে সরকারের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করল পাক তালিবান। সোমবার দেশের সব জায়গায় তার যোদ্ধাদের হামলা চালানোর নির্দেশ দিল তালিবান শীর্ষ নেতৃত্ব।

তালিবানের তরফে যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে সরকার। তাই দেশের যেখানেই সম্ভব সেখানেই হামলা চালান। ২০০৭ সাল থেকে পাকিস্তানের একাধিক জায়গায় রক্তক্ষয়ী হামলা চালিয়েছে তালিবান। এমনকী পেশোয়ারে সেনা স্কুলের কচিকাঁচাদেরও তারা রেওয়াত করেনি।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান নামে আফগান তালিবানের এই শাখা সংগঠনটিকে নিয়ে প্রবল বেকায়দায় ছিল পাক সরকার। তবে ২০১০ সালে তালিবানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে অধিকাংশ যোদ্ধাদের তাড়া করে আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উত্তর পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একসময় প্রায় সমান্তরাল ইসলামি সরকার চালাতে শুরু করেছিল তারা।

২০১০ সালে পাক সেনার অভিযানের পর তাদের ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায়। এদিকে, ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালিবান সরকার গঠন হওয়ার পর ফের পাকিস্তানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তালিবান। তার মধ্যেই এবছর জুন মাসে তালিবানের সঙ্গে পাক সরকারের একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। তবে সেই চুক্তির পর থেকেই দুপক্ষেরই দাবি ছিল চুক্তি লঙ্ঘন করে হামলা চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, খাইবার পাখতুনখ াওয়ায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার পাশাপাশি গোটা পাকিস্তানেই কড়া ইসলামি আইন জারির দাবিতে লড়াই করছিল তালিবান। পাশাপাশি, সরকারি জেলে তাদের যেসব লোকজন বন্দি ছিল তাদের ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে সরব হয় তারা। কিন্তু পাক সরকার তাতে কান দেয়নি। তারপরেই এবার কড়া সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল তালিবান।

৩০টি অস্ত্রোপচার মশার কামড় খেয়ে কোমায় ২৭ বছরের যুবক

বিশেষ প্রতিনিধি:রয়ডেরমার্ক বাংলাজুড়ে ডেঙ্গির আতঙ্ক। বিভিন্ন জেলায় এই রোগের প্রকোপ বেড়েছে। উদ্বেগে প্রশাসন। এমনই সময়ে শোনা গেল, মশার কামড়ে কোমায় চলে গেলেন এক ব্যক্তি! হল প্রায় ৩০টি অস্ত্রোপচারও। আপাতত যদিও সুস্থ হয়েছেন তিনি।

ঘটনাটি জার্মানির। রয়ডেরমার্কের বাসিন্দা ২৭ বছরের সেবেস্তিয়ান রটস্কে প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন মশার কামড় খেয়ে। মশার এই প্রজাতির নাম এশিয়ান টাইগার। ঘটনাটি ২০২১ সালের। এশিয়ান টাইগার মশার কামড়ে বিভিন্ন জটিল রোগ হতে পারে শরীরে। ইস্টার্ন ইক্যুয়িন এনসেফালাইটিস, ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস এবং ডেঙ্গিও। এই মশার কামড় খেয়ে সেবেস্তিয়ানের দু’পায়ের বুড়ো আঙুল বাদ চলে গিয়েছে। ৩০টি অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। এক মাসের জন্য কোমায় ছিলেন এই তরুণ।জার্মানির এই বাসিন্দার রক্তে বিষক্রিয়ায় হয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকবার লিভার, কিডনি, হার্ট এবং ফুসফুসের রোগ ধরা পড়েছিল তাঁর। এমনকি সেবাস্তিয়ানকে তার উরুর ত্বক প্রতিস্থাপন করাতে হয়। ফোড়া তুলে ফেলার জন্য।

সেবেস্তিয়ান নিজে এক সংবাদমাধ্যমকে জানান, বলতে গেলে তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না। কোষ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল, সেরাটিয়া মার্সেসেন্স নামে একটি ম্যালিগন্যান্ট ব্যাকটেরিয়া তাঁর বা দিকের উরু পর্যন্ত প্রায় অর্ধেক খেয়ে ফেলেছিল। সেবেস্তিয়ান বলেছিলেন, “আমি দেশের বাইরে যাইনি। ওই মশা তার মানে এখানেই কামড়েছিল। তার পর থেকেই আমি শয্যাশায়ী। জ্বরের ঘোরে খেতে পর্যন্ত পারতাম না। খুব কষ্টে শৌচালয়ে যেতাম। ভেবেছিলাম, এই বোধহয় আমার শেষ ঘনিয়ে আসছে। চিকিৎসকরা খুব তাড়াতাড়ি রোগটি ধরতে পেরেছিলেন। এটা যে এশিয়ান টাইগার মশার কামড়ের কারণেই ঘটেছে, তা বুঝে গিয়েছিলেন তাঁরা।” রোগ ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সেবাস্তিয়ানকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। পায়ের আঙুলে অস্ত্রোপচার করে অঙ্গচ্ছেদ করার পরে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। নিজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর সেবেস্তিয়ান সকলকে অনুরোধ করেন সতর্ক থাকার জন্য, তাঁর উপদেশ, এমন কোনও মশার কামড় খেলে অবিলম্বে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

হিজাব আন্দোলনে দু’মাস পরও জ্বলছে ইরান

মৃত বেড়ে অন্তত ৩২৬

বিশেষ প্রতিনিধি: হিজাব আন্দোলনে ইরানি গার্ডের হাতে এখ নও পর্যন্ত ৩২৬ জনের মৃত্যু, জানাল মানবাধিকার কমিশন।

হিজাব বিতর্কে প্রতিবাদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এখনও অগ্নিগর্ভ ইরান। দু’মাস পেরিয়ে গিয়েও থামছে না আন্দোলন। এর মধ্যেই ইরানি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুর নয়া তথ্য সামনে আনল সেদেশের মানবাধিকার কমিশন। শনিবার ইরানি মানবাধিকার কমিশনের প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত হিজাব আন্দোলনে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩২৬ জনের। এদের মধ্যে ৪৩ জন শিশু ও ২৫ জন মহিলা। চলতি মাসের ৫ তারিখ সবচেয়ে বেশি আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়। ওই দিন নিহতের সংখ্যা ছিল ২২।

এছাড়া এলাকাভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, সিসতান বালুচিস্তানে প্রাণ হারিয়েছেন সবচেয়ে বেশি মানুষ। ওই প্রদেশে মৃতের সংখ্যা ১২৩। এদের অধিকাংশের মৃত্যু হয়েছে সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখ। ওই দিন শুক্রবারের নামাজের পর জাহিদেন এলাকায় প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন তাঁরা। অভিযোগ সেই সময় নির্বিচারে গুলি চালায় ইরানি গার্ড। এতেই মৃত্যু হয় বহু বিক্ষোভকারীর। প্রসঙ্গত, ওই দিনের হত্যাকাণ্ডকে ‘রক্তাক্ত শুক্রবার’ বলে উল্লেখ করেছেন আন্দোলনকারীরা।

ইরানি মানবাধিকার কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে হিজাব আন্দোলন ভয়ংকর আকার ধারন করে। যার জেরে ‘রক্তাক্ত শুক্রবার’-র ঘটনা ঘটেছিল। মানবাধিকার কমিশনের নথি অনুযায়ী, ওই সময় বন্দর শহর চাবাহারে বছর ইরানি গার্ডের বিরুদ্ধে ১৫-র এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে। এর পরই নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা ইরান। প্রথম দিকে হিজাব আন্দোলনে বালুচ নাগরিকরা ছিলেন না। কিন্তু ওই ঘটনার পর পথে নামেন বালুচিরা। ফলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারন করে। উল্লেখ্য, এতদিন আন্দোলন চললেও সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা জানায়নি তেহেরান। এই প্রথম মানবাধিকার কমিশনের মাধ্যমে সেই তথ্য সামনে আনল ইব্রাহিম রাইসির সরকার।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে হিজাব ঠিকমতো না পরার জন্য ইরানি গার্ডের বিরুদ্ধে বছর ২২-র এক তরুণী মাসা আমিনিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠে। এর পরই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। হিজাব ঠিকমতো না পরার জন্য ‘নীতি পুলিশি’-র জন্য তাঁকে আটক করা হয়েছিল। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী। সেখানেই ১৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয়েছিল মাসা-র। তবে এই মৃত্যুর ক্ষেত্রে অভিযোগ মানতে নারাজ নিরাপত্তা বাহিনী। তাঁদের দাবি, হেফাজতে থাকাকালীন আচমকাই অসুস্থ হয়েছিলেন মাসা। পরে হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিবিধ

ডিএ দেবে রাজ্য! ড্যামেজ কন্ট্রোল শুরু তৃণমূল কংগ্রেসের

বিশেষ প্রতিনিধি: ডিএ বা মহার্ঘভাতা নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে তৎপর হল শাসকদল। বর্ষীয়ান নেতা পোড় খ াওয়া রাজনীতিবিদ মানস ভুঁইয়াকে এবার ময়দানে নামাল তৃণমূল। পঞ্চায়েতের আগে ড্যামেজ কন্ট্রোলে তৃণমূল ভরসা রাখল তাঁর উপর।

মানস ভুইঁয়াকে সাংগঠনিক কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃণমূল তাঁকে কাজে লাগাতে চাইছে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষোভ প্রশমণে। তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী মানস ভুঁইয়াঁকে সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করল তৃণমূলপন্থী সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল এমপ্লয়িজ ফেডারেশন। আগামী ৪ ডিসেম্বর মৌলালি যুবকেন্দ্রে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে একটি রাজনৈতিক সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেই সভায় আমন্ত্রিত থাকবেন মানস ভুঁইয়া। এই বিষয়ে তিনি জানান, সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের সঙ্গে তিনি কোনওদিনই সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু দল তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছে। আইডেন্টিফাই ফেডারেশনের সদস্য খুঁজে বার করার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

এদিন তিনি অভিযোগ সুরে বলেন, বামফ্রন্টের কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং ১২ জুলাই কমিটি এখ নও সক্রিয় রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করছে। অবার কোথায় কোথায় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলকে রাজনীতিক ইন্ধন জুগিয়ে দেওয়ার কাজ করছে।

মানস ভুইয়া বলেন, আমার কাজ হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে অনুপ্রাণিত সরকারি কর্মচারীদের বাছাই করে একটা আইডেন্টিফাইড ইউনিট তৈরি করা। এছাড়া ৪ ডিসেম্বর এই সভায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানান তিনি। একইসঙ্গে তিনি ডিএ নিয়ে এদিন তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দেন।

নতুন দায়িত্ব নেওয়ার পর এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন,আমরা ডিএ দেবো। কখনই আমরা বলিনি যে কর্মীদের ডিএ দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী কোনওদিন সরকারি কর্মীদের অবহেলা করেননি। আমাদের সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা গোটা দেশে নজির স্থাপন করে। আমাদের সরকার কখনও বলেনি সরকারি কর্মীদের বঞ্চিত করে ডিএ দেবে না। ডিএ ইস্যুতে সরকারি বঞ্চনার দাবি তুলে তিনি বলেন, বর্তমানে জিএসটি চালু হয়েছে। কেন্দ্র বিপুল পরিমাণ কর নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং সময় মতো রাজ্যকে প্রাপ্য অর্থ দিচ্ছে না। কেন্দ্র রাজ্যকে প্রাপ্য ১ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, ১০০ দিনের প্রাপ্য টাকাও না মিটিয়ে রাজ্যকে বঞ্চিত করে রেখেছে কেন্দ্র। মানস ভুইঁয়া বলেন, মহার্ঘভাতা বা ডিএ-র বিষয়টি আমরা সহানুভূতির সঙ্গেই দেখছি। সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছি। বাম আমলে যে দমন পীড়নের নীতি চলেছে, আমরা তা হতে দিইনি। দেবও না। সরকারি কর্মচারীদের প্রতি সদয় হয়েই কাজ করবে আমাদের সরকার।

লোকসভা জয়ের সোপান তৈরি তৃণমূলের

২৪-এর টার্গেট ৪৯ লক্ষ!

বিশেষ প্রতিনিধি: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের টার্গেট ফিক্সড করে ফেলল তৃণমূল কংগ্রেস। বছর ঘুরলেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে থেকেই পরিকল্পনা প্রস্তুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পঞ্চায়েত ভোট থেকে শুরু করে লোকসভা নির্বাচনে জয়ের সোপান তৈরি করতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল। লোকসভা ভোটের লক্ষ্যে রাজ্যে এবার নতুন এক প্রকল্প শুরুর অপেক্ষা।

এবার বাংলায় আবাস প্লাস প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনা করেছে তৃণমূল। ৪৯ লক্ষ বাড়ি তৈরির টার্গেট নেওয়া হয়েছে। এখন স্বচ্ছতা রেখে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করাই চ্যালেঞ্জ। ৪৯ লক্ষের মধ্যে ১১ লক্ষ উপভোক্তাকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। উপভোক্তাদের তালিকাও তৈরি হচ্ছে। ২২ ডিসেম্বরের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যে ৪৯ লক্ষ বাড়ি তৈরির বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১১ লক্ষ উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একমাসের মধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা ছাড়ার শর্ত দিয়েছে কেন্দ্র। তার মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণ করতে চাইছে রাজ্য সরকার। এরপর রাজ্য আরও বড় এক কর্ম পরিকল্পনার দিকে এগোচ্ছে। ৪৯ লক্ষ বাড়ি তৈরির টার্গেট নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির টাকা প্রদানের পর আরও ৩৮ লক্ষ উপভোক্তার জন্য টাকা আনার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। আবার যোজনা নিয়ে বিরোধীদের তোলা সুরকে তোয়াক্কা না করেই বাংলা আবাস প্লাস যোজনা সফল করতে জেলায় জেলায় তৎপরতা শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে জেলায় জেলায় আবাস যোজনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ মাথাচাড়া দিয়েছে। ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরি করতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হয়েছে ৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা। রাজ্য এই প্রকল্পে আরও ৫ হাজার কোটি টাকা টাকা দেবে। সেই কাজ কতটা দ্রুততার সঙ্গে রাজ্য সরকার বাস্তবের মাটিতে প্রয়োদ করতে পারে, সেটাও দেখার। সেই সঙ্গে প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখাটাও বড় চ্যালেঞ্জ। আপাতত ৪৯ লক্ষের মধ্যে ১১ লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে। উপভোক্তাদের তালিকাও তৈরি হচ্ছে। ২২ ডিসেম্বর মধ্যে এই কাজ শেষ করে পরবর্তী ৩৮ লক্ষের টার্গেট পূরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই ২০২৪-এর ভাবনা যেমন শুরু হয়েছে, রাজ্য যেমন উন্নয়নকেই সাফল্যের সোপান মনে করছে, তখন আবাস যোজনায় অচ্ছতাকেই ইস্যু করতে চাইছে বিরোধীরা। আর বিরোধীদের কথায় কান না দিয়ে ৩৮ লক্ষ উপভোক্তার তালিকাও তৈরি করে ফেলতে চাইছে তৃণমূল সরকার।

হুজুর কেবলা ও ভাইজানের উপস্থিতিতে দোয়ার মজলিশ

প্রথম পাতার পর

সমগ্র বিষয়টি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন হলদিয়া আইমা ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি কাজি ইব্রাহিম। অনুষ্ঠানে আখেরী মোনাজাতের মাধ্যমে দোয়ার মজলিশ শেষ হয়। আখেরী মোনাজাত করেন হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ হোসাইনী সাহেব।

এদিকে এই সওয়াব রেশানি বা দোয়ার মজলিশ অনুষ্ঠিত হয় জেলার আরও একাধিক স্থানে। কাঞ্চনপুর, নামালক্ষ্যা, গাজিপুর, মহিষাদল, রামচন্দ্রপুর, সুতাহাটা, কুকুড়াহাটি, হোড়খালি, বাসুলিয়া প্রভৃতি এলাকায় খতমে কুরআনের পাঠ চলে। প্রায় ১২০ জন আলেম এদিন পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে পাঠ করেন। হুজুর কেবলা এবং ভাইজান সেসব জায়গায় উপস্থিত হয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। কুরআন খতমের পর আলেমদের সাম্মানিক ও উপহারও প্রদান করা হয়।

বিজেপির সঙ্গে জোট নৈব নৈব চ!

প্রথম পাতার পর

জেলা নেতৃত্ব এই মোতাবেক একটি কমিশন তৈরি করে। সেই কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সমবায় সমিতি নির্বাচনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যাঁরা বিজেপির সঙ্গে আঁতাত গড়ার কাজে যুক্ত তাঁদের চিহ্নিত করে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিতে। সোমবার দুপুরে দুটো পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার সময় ছিল। সূত্রের খবর, দলের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে খারুই গঠরা সমবায় সমিতি নির্বাচনের সিপিএমের কোনও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করা হয়নি। এরপরই সিপিএম জেলা কমিটি বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, সিপিএম এরিয়া কমিটির সদস্য-সহ প্রার্থীদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। যদিও বিজেপি জেলা নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছে, সিপিএমের সঙ্গে বিজেপির কোনও আসন সমঝোতা হয়নি। আমরা কয়েকটি আসনে প্রার্থী দিয়েছি, বাকি আসনে কী হয়েছে, তা আমরা জানি না। আর এটা দেখার বিষয়ও আমাদের নয়। সব মিলিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় সমবায় ভোট ঘিরে ক্রমশ রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে নন্দকুমার মডেল প্রয়োগের দাবি উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। নীচুতলায় তলে তলে জোট করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধছে বিজেপি ও সিপিএম। ইতিমধ্যে বিজেপির তরফে সিপিএমকে নানাভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব এই অশুভ আঁতাতের বিরোধিতা করে। এবার কড়া ব্যবস্থা নিতেও দুবার ভাবল না সিপিএম।

মোদী নাকি বিবেকানন্দের অবতার!

প্রথম পাতার পর

যিনি বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে হারেন। প্রায় দশবার হেরে গিয়েছেন। ওনার মাথা তো এমনিতেই গিয়েছে।”

কুণাল ঘোষের সঙ্গে সুর মিলিয়ে রাজ্যের অন্যান্য বিরোধী দলগুলোও একহাত নিয়েছে রাহুল সিনহাকে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও হাসাহাসি হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। আর নেট নাগরিকদের ট্রোলের শিকার হয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন রাজ্য বিজেপির প্রথম সারির এই নেতা। কোনওরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন বিজেপি নেতারাও।

নন্দীগ্রামে ‘তুরুপের তাস’ রাজীব!

প্রথম পাতার পর

এবার তৃণমূলে যোগদানের পর বাংলায় প্রথম কর্মসূচি তিনি পালন করতে চলেছেন সেই কুণাল ঘোষের সঙ্গে। তাঁকে তৃণমূল ব্যবহার করছে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে। রবিবারের এই কর্মসূচি নিয়ে নন্দীগ্রামে উত্তেজনা ছিল চরমে।

তৃণমূল সম্প্রতি নন্দীগ্রামে অভিনব এক কর্মসূচি নিয়েছে। রবিবার থেকেই শুরু হচ্ছে বাড়ি বাড়ি চাটাই বৈঠক। অর্থাৎ বাড়ির উঠোনে চাটাই পেতে বসে মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শুনবেন তৃণমূল নেতারা। সমাধান করবেন সমস্যার। এই কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংযোগ গড়ে তুলতে চাইছে তৃণমূল। তৃণমূলের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত ভোটে নন্দীগ্রামে জয়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূল এই অভিনব কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংযোগে জোট দিতে চাইছে। আর এই কর্মসূচিতে এবার তৃণমূল চমক দিতে চাইছে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনে। এই নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা হয়েছেন। এই কেন্দ্রে প্রথমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয়িনী ঘোষিত হয়েছিলেন. তারপর শুভেন্দু বিজয়ী ঘোষিত হন। সেই বিতর্কিত কেন্দ্রে এবার নজর তৃণমূলের।

৪৮৫০০ বছর বরফে সমাহিত ছিল জম্বি ভাইরাস

আতঙ্ক বিশ্বে

বিশেষ প্রতিনিধি: ৪৮৫০০ বছর বরফের নীচে সমাহিত ছিল জম্বি ভাইরাস! সেই মারণ ভাইরাস হঠাৎ জেগে উঠেছে। তার পুনরুজ্জীবনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বিশ্বে। বিশ্বত্রাস করোনা ভাইরাস যেতে না যেতেই সুপ্রাচীনকাল সমাহিত থাকা ভাইরাসের পুনরুজ্জীবনে আবার বিশ্ব মহামারীর আতঙ্ক জাগিয়ে তুলছে। ইউরোপীয় গবেষকরা রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের পারমাফ্রস্ট থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাচীন পারমাফ্রস্ট গলানো মানুষের জন্য একটি নতুন হুমকি হতে পারে। গবেষকদের মতে যারা প্রায় দুই ডজন ভাইরাসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। যার মধ্যে এটি হ্রদের নীচে ৪৮৫০০ বছরেরও বেশি আগে হিমায়িত ছিল। ইউরোপীয় গবেষকরা রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের পারমাফ্রস্ট থেকে সংগৃহীত প্রাচীন নমুনা পরীক্ষা করে ১৩টি নতুন প্যাথোজেন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বলে জানতে পেরেছে। এই ভাইরাসকে এখন তারা জম্বি ভাইরাস বলে অভিহিত করেছে। বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, হিমায়িত মাটিতে হাজার বছর আটকে থাকা সত্ত্বেও তারা সংক্রামক রয়ে গেছে।

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করেছেন, বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণায়নের কারণে পারমাফ্রস্টের গলিত মিথেনের মতো পূর্বে আটকে থাকা গ্রিনহাউস গ্যাসগুলিকে মুক্ত করে জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও খারাপ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সুপ্ত প্যাথোজেনের উপর এর প্রভাব কম বোঝা যায়। রাশিয়া, জার্মানি এবং ফ্রান্সের গবেষকদের দলটি বলেছে যে তারা ভাইরাসগুলিকে নিয়ে গবেষণা করেছে। এবং তারা জানতে পেরেছে ভাইরাসগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে।

গেঁওখালি-চৈতন্যপুর টোটো ইউনিয়ন
প্রকাশ্য সমাবেশ ও লোগো বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আইমার যত টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়ন আছে, সেইসব ইউনিয়নের টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান চালকদের মধ্যে নাম্বার প্লেট ও লোগো বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে। এবার নাম্বার প্লেট ও লোগো পেলেন গেঁওখালি থেকে চৈতন্যপুর ভায়া দাঙ্গামোড় টোটো ইউনিয়নের চালকরা। এরই পাশাপাশি মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত বেতকুণ্ডু অঞ্চল আইমা অফিস সংলগ্ন স্থানে গেঁওখালি থেকে চৈতন্যপুর ভায়া দাঙ্গামোড় টোটো ইউনিয়নের প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। একইসঙ্গে গঠিত হল ওই অঞ্চলে আইমার যুব ইউনিট।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টোটো চালকদের নিয়ে প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। আগামী পঞ্চায়েত ভোটকে মাথায় রেখে সবাইকে তৈরি থাকার বার্তা দেন তাঁরা। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার পরামর্শও দিতে দেখা যায় নেতৃবৃন্দকে। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান নির্দেশিত পথে যেভাবে সাফল্যের চূড়ায় উঠেছে সংগঠন, সেই ইতিহাস মনে করিয়ে দিয়ে কর্মীদের উজ্জীবিত করেন তাঁরা। এমনকী সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে সবসময় কর্মীদের পাশে থাকারও বার্তা দেন উপস্থিত নেতৃত্ব। তাঁরা বলেন, সংগঠন করতে গেলে একেবারে নীচু স্তর থেকে করতে হবে। কারণ ভিত যদি মজবুত না হয়, তাহলে ইমারত ধ্বসে পড়তে সময় লাগে না। নীচুস্তরের কর্মীরাই যে আইমার ভিত সে কথাও মনে করিয়ে দেন তাঁরা। তাই বেশি বেশি করে যুব সমাজকে সংগঠনের হাল ধরার জন্য আহ্বান জানান করেন নেতৃবৃন্দ।

এদিনের এই প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ, আইমার অন্যতম লড়াকু নেতা তথা মহিষাদল ব্লক আইমার সম্পাদক আবদুল মুজিদ, সংগঠনের জেলা সদস্য সামসের আলি খান, সেখ আশেকুর রহমান, সেখ নুরুদ্দিন, সেখ সামসের, সাদ্দাম আলি খান, হাসিবুল ইসলাম, ওই ব্লকে আইমার যুব নেতৃত্ব মহ. হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন গেঁওখালি-চৈতন্যপুর

টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক সুখেন্দু দাস, কোষাধ্যক্ষ মোরশেদ খান, সেখ হাসিবুল, বেতকুণ্ডু অঞ্চল আইমার সভাপতি সেখ কুতুবউদ্দিন ও অনান্য নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে ছিলেন সেখ সামিম।

ভাইজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিশিষ্টজনদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাজের পরিধি যত বাড়ছে ততই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সংস্থার কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের ব্যস্ততাও। সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে তাঁকে যেতে হয় নিয়মিত। তারই ফাঁকে আবার চলে সমাজের নানাস্তরের মানুষের সঙ্গে নিত্য সাক্ষাৎকার-পর্ব। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আসেন ব্যক্তিগতভাবে আইমা সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে, কেউবা আসেন সমাজসেবার কথা ভেবে তাঁদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাকে ভাইজানের সঙ্গে ভাগ করে নিতে। এখানে হিন্দু-মুসলিম কোনও ভেদ থাকে না। সবার জন্য আইমার দ্বার অবারিত। এবার অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সদর দফতর অর্থাৎ প্রতাপপুর দরবার শরিফে এসে সরাসরি ভাইজানের সঙ্গে দেখা করলেন প্রতিবেশী সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁদের সঙ্গে আইমার লক্ষ্য ও

উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আইমা সুপ্রিমো। দীর্ঘ আলাপচারিতায় নিজেদের মত বিনিময় করেন উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা। পাশাপাশি আইমা সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করেন তাঁরা। সমাজের বুকে মানুষের জন্য যেভাবে কাজ করে চলেছে আইমা, তাকে কুর্নিশ জানান তাঁরা। এই সাক্ষাৎকার-পর্বে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক গোপাল ঘোষ, অধ্যাপক গোবিন্দ প্রসাদ কর, ঔপন্যাসিক সুকেশ কুমার মণ্ডল, বাংলাদেশ থেকে আগত খ্যাতনামা লেখক ও গবেষক মহম্মদ সেলিম রেজা প্রমুখ।

ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতার পাঠ হলদিয়া সাবডিভিশনাল পৌর আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সমগ্র রাজ্যজুড়েই বেড়েছে ডেঙ্গুর দাপট। মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গু আক্রান্ত একাধিক মানুষের। অথচ মানুষের মধ্যে নেই তেমন কোনও সচেতনতা। ঠান্ডার প্রকোপ বাড়লে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত কমবে বলে ভাবা গিয়েছিল।

কিন্তু সে গুড়ে বালি। প্রতিনিয়ত চোখ রাঙাচ্ছে এই মারণ রোগ। ফলে অসহায় মানুষ ডেঙ্গু থেকে বাঁচার কোনও পথ নেই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন। কিন্তু একটু সচেতন হলেই যে এই প্রাণঘাতী রোগের সংস্পর্শ এড়ানো যায়, সে কথা ভেবে দেখছেন না কেউ। এবার তাই ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে পথে নামল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। হলদিয়া পৌরসভার সাব ডিভিশনাল আইমা ইউনিটের উদ্যোগে এবং হলদিয়া পৌর আইমার যুবনেতা সেখ আবদুল সেলিমের নেতৃত্বে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা ও সাফাই অভিযান চালালেন আইমার সৈনিকরা। তাঁরা হলদিয়া পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে ঘুরে মশার লার্ভা মারার ওষুধ স্প্রে করেন। ফাঁকা কোনও জায়গায় জল জমিয়ে না রাখতে অনুরোধ করেন এলাকার মানুষকে। কারণ পরিস্কার জমা জলেই ডেঙ্গুর মশা ডিম পাড়ে। হলদিয়া পৌর আইমার এই উদ্যোগ অত্যন্ত সফলতা লাভ করে। স্থানীয় মানুষজন আইমার সৈনিকদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

আবার দুঃস্থ রোগীকে আর্থিক সাহায্য গোকুলনগর আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুঃস্থ রোগীকে আর্থিক সহায়তা করে আবার খবরের শিরোনামে এল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। আইমার দানের হাত যে কতটা প্রশস্ত, তা বোঝা যায় এইসব টুকরো টুকরো ঘটনা পরম্পরায়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের কালুখাঁড়া গ্রামের অধিবাসী বাদলচন্দ্র খাটুয়া। তাঁর পুত্রের কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। অর্থের সংস্থান করতে হিমশিম অবস্থা বাদলবাবুর। এককথায় বলতে গেলে চোখেমুখে অন্ধকার দেখছিলেন তিনি। কীভাবে জোগাড় করবেন কিডনি প্রতিস্থাপনের এত টাকা? অবশেষে তাঁকে আশ্বস্ত করতে এগিয়ে এলেন আইমার নেতৃত্ব। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে জানালেন সহমর্মিতা। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে আইমার নেতারা জানান, এই ব্যাপারে বাদলবাবুকে সমস্ত রকমভাবে সহযোগিতা করা হবে আইমার তরফ থেকে। এমনকী আইমার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য তথা সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অধ্যাপক ড. তিমিরবরণ সিনহা এবং গোকুলনগর আইমা ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে বাদলবাবুর হাতে তুলে দেওয়া হয় কিছু আর্থিক সাহায্যও। তাঁর পুত্রের দ্রুত সুস্থতাও কামনা করা হয় আইমার পক্ষ থেকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এমন একটি সামাজিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন, যার কর্মীরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন মানুষের জন্য। সংগঠনের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আইমা আজ সমাজের বুকে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখতে পেরেছে। যোগ্য নেতৃত্বের সমাবেশ এবং প্রকৃত নেতৃত্বদানের মাধ্যমেই আইমা আজ মানুষের মনে স্থান করতে পেরেছে। আইমার নেতৃবৃন্দ আর কর্মীরা এর সমস্ত কৃতিত্ব দেন সংগঠনের সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে। যদিও সে কথা অত্যন্ত বিনীতভাবে এড়িয়ে যান আইমা সম্পাদক রুহুল আমিন সাহেব। তিনি মনে করেন, হুজুর কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের মূল কাণ্ডারী আইমার সৈনিকরাই। তবে ঘটনা যাই হোক, আইমার চাকা যে তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রায় সকলেই।

কানাসি কিশোরচক আইমার উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: কখনও কখনও সামান্য একফোঁটা রক্তের জন্য ছুটে বেড়াতে হয় হন্যে হয়ে। জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে গেলেও পাওয়া যায় না রক্তের সন্ধান। তাই সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে সারা বছরই প্রায় পালিত হয় রক্তদানের কর্মসূচি। তবুও মেটে না রক্তের সংকট। তাই বলে থেমে থাকলে তো আর চলবে না। মানবিক এই উদ্যোগ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সমস্যায় পড়বেন মুমূর্ষু রোগীরা। এটা একটা সামাজিক দায়। আর এই দায়কে কখনওই অস্বীকার করিনি অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। ফলে বছরের নানা সময়ে আইমার সৈনিকরা আয়োজন করেন রক্তদান শিবিরের। 'রক্তদান জীবন দান, রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচান' এই স্লোগানকে আইমার সদস্যরা কেবল স্লোগান হিসাবেই ভাবেন না, তাকে কর্মে পরিণত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ফলে আর পাঁচটা সাধারণ সংগঠনের সঙ্গে আইমার একটা ফারাক থেকেই যায়। কেননা, অন্যরা যখন ভাবনার মধ্যেই নিজেদের নিয়োজিত রাখে, আইমার সৈনিকরা তখন ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। এবার তেমনভাবেই একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল কানাসি কিশোরচক আইমা ইউনিট। সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লকের অন্তর্গত আইমার এই ইউনিটটির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের মতো মহৎ কর্মসূচি। সেই কর্মসূচিতেই উপস্থিত ছিলেন আইমার রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন, হলদিয়া ব্লক আইমার সভাপতি স্বর্ণকমল দাস, সংগঠনের পাঁশকুড়া ব্লক সভাপতি মৃণালকান্তি পোড়িয়া,পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার প্রাক্তন সহ-সভাপতি মান্নফ হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও এই মহতী কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন আইমার পাঁশকুড়া ব্লকের একাধিক নেতৃবৃন্দ। তাঁরা সকলেই রক্তদানের তাৎপর্য তুলে ধরে রক্তদান করার জন্য মানুষকে সচেতন করেন। পাশাপাশি আইমার এই জনসেবা মূলক কাজের বার্তা জনমানসে ছড়িয়ে দেবার জন্য সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

হোরখালি আইমা টোটো ইউনিয়নের লোগো বিতরণ ও পর্যালোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুরজুড়ে চলছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের অধীন টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান চালকদের নাম্বার প্লেট ও লোগো বিতরণের কাজ। এবার সেই ধারাতেই যুক্ত হল হোরখালি আইমা ইউনিট। গত ২৯ নভেম্বর মঙ্গলবার আইমার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এই লোগো ও নাম্বার প্লেট বিতরণ। মঙ্গলবার বিকাল চারটে নাগাদ জেলার সুতাহাটা ব্লকের অন্তর্গত হোরখালি নিমতলা বাজারে হোরখালি আইমা টোটো ইউনিয়নের সদস্যদের হাতে নাম্বার প্লেট ও লোগো তুলে দেওয়া হয় জেলা কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে। একইসঙ্গে এদিন ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক পর্যালোচনা সভার আয়োজনও করা হয়। টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান চালকদের বিভিন্ন সমস্যা ও সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয় উক্ত সভায়। পাশাপাশি আইমার কর্মকাণ্ড নিয়ে সার্বিক পর্যালোচনাও করেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। আগামীদিনে কীভাবে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, সে বিষয়ে একগুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এদিনের সভা থেকে। উপস্থিত টোটো ও ইঞ্জিনভ্যান চালক সহ আইমার সৈনিকরা তাঁদের মূল্যবান মতামত পেশ করেন আইমা নেতৃত্বের সামনে। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সুতাহাটা ব্লক আইমার সহ সভাপতি, সহ সম্পাদক, অঞ্চল সভাপতি সহ সমস্ত ব্লক নেতৃত্ব এবং অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার বিশিষ্ট নেতৃত্ব সেখ রবিয়াল, কোষাধ্যক্ষ মোরশেদ খান, সেখ হাসিবুল, মুস্তাকিম মল্লিক, সাইদুল ইসলাম, নূর হোসেন, মইদুল ইসলাম, সেখ সাইফুদ্দিন, সাদ্দাম আলি খান, সেখ হোসেন মহম্মদ, সেখ মতিবুল, সেখ রাকিবুল, সেখ সেবীন, নূর ইসলাম মল্লিক প্রমুখ। টোটো ইউনিয়নের সকল চালকবৃন্দ ও অন্যান্য নেতৃত্বরাও উপস্থিত থেকে সভার মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছিলেন বহুগুণ।

গড়াইখালি খারুল-২ অঞ্চল টোটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে লোগো বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার আইমার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের অন্তর্গত গড়াইখালি খারুল-২ অঞ্চল টোটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আইমা টোটো ইউনিয়নের লোগো ও নাম্বার প্লেট বিতরণ করা হল। সেইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি সচেতনতা শিবির। এদিনের এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত সকলেই লোগো ও নাম্বার প্লেট বিতরণের কাজে হাত লাগান। পাশাপাশি নানা বিষয় নিয়ে উপস্থিত সদস্যদের সচেতন করেন তাঁরা। যেখানেই অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, দুর্নীতি হবে সেখানেই সাধারণ মানুষকে নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হতে হবে বলে জানান উপস্থিত নেতৃত্ব।

আইমার কী ও কেন? এই বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে সবার সামনে তুলে ধরে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব অনেক স্বপ্ন নিয়ে আইমা সংগঠনটি তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে যার স্টিয়ারিং হাতে আছে যুব সমাজের আইকন তথা বর্তমান সমাজের বিশিষ্ট এবং যোগ্য নেতৃত্ব পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের হাতে। ফলে এই সংগঠনকে যেন কেউ ফালতু মনে না করেন। কারণ, বিগত ১২ বছর ধরে আইমা অন্যায়ের সঙ্গে কোনওরকম আপোশ করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না। বহু মানুষের বহু সমস্যার সমাধান করেছে আইমা। এমনকী তীব্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে টনক নড়িয়ে দিয়েছে সরকারের। তাই আইমার পথে চলতে গেলে অনেক ভেবেচিন্তে চলতে হবে। মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে যারা সংগঠনের সঙ্গে প্রতারণা করবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

একইসঙ্গে এদিন আর একটি বিষয় নিয়েও মুখ খুলতে দেখা যায় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বকে। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, পিএইচই প্রজেক্টে জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ-সহ দাম মিটিয়ে দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। নইলে প্রকল্পের অধীনে তৈরি যাবতীয় নির্মাণ ভেঙে ফেলে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে জমি। অথচ সেসব নিয়ে কোনও হেলদোল নেই রাজ্য সরকারের। হাইকোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর (পিএইচই) প্রজেক্ট তৈরি করলেও কাজ পায়নি জমিহারা পরিবারগুলো। ফলে অভাবের তাড়নায় দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের। এই বিষয়টাকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারকে নতুন করে হুঁশিয়ারি দিলেন আইমার যুব নেতা মহম্মদ হোসেন। তিনি বলেন, আমাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নেবেন না। অনেক সহ্য করেছি। তবু আরও কিছুদিন সময় দিচ্ছি। অবিলম্বে পিএইচই প্রজেক্টে জমিদাতাদের নিয়োগ না দেওয়া হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলনে নামবে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন।

সবমিলিয়ে নাম্বার প্লেট ও লোগো বিতরণ এবং জনসচেতনতামূলক এই অনুষ্ঠানে যেন চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল। কে ছিলেন না সেখানে! পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার প্রাক্তন সম্পাদক হাজি জামশেদ আলি থেকে শুরু করে আইমার তাত্ত্বিক নেতা বিষ্ণুপদ পান্ডা, যুবনেতা মহম্মদ হোসেন, সেখ আনিসুর রহমান, সেখ ফারুক, সেখ সাইফুদ্দিন, সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য সাদ্দাম আলি খান ছিলেন মঞ্চ আলো করে। এছাড়াও অগণিত কর্মী-সদস্য ও টোটো চালকরা এই সভার মর্যাদাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

গুড়চাকলী আইমা ইউনিটের উদ্যোগে কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত কয়েকদিন আগে কোলাঘাট ব্লকের গুড়চাকলী আইমা ইউনিটের উদ্যোগে স্থানীয় যুবক এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রায় ছয়-সাতশো মানুষকে নিয়ে এই সভা ছিল চোখে পড়ার মতো। এটি ছিল মূলত কর্মিসভা। উপস্থিত সকল কর্মীরা সভাটিকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের হাতকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেন। হিন্দু-মুসলিম মিলিত সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উমা দাস, শ্যামাপদ ঘোষ, হবিউল রহমান (হাবিব), মহম্মদ মহসিন, মানিক মাজী, দীলিপ দাস, আতিউর রহমান, নাসির আলী, সেখ বাবুল সহ আরও অনেকে।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
৭ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরি ০২ ডিসেম্বর ২০২২ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ ০ শুক্রবার

মানসিক সুস্থতার পরীক্ষা হোক শিক্ষকদের

হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা যে কতটা গেঁড়ে বসেছে ভারতবাসীর মনে, সাম্প্রতিক একটি ভিডিওতে আবার ধরা পড়ল সেই ছবিটা। কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর একটি টেকনোলজি কলেজের এক মুসলিম ছাত্রকে সরাসরি জেহাদি তকমা দিয়ে ওই কলেজের অধ্যাপক বুঝিয়ে দিলেন, আর পাঁচজন হিন্দুত্ববাদীর মতো তাঁর মনেও বাসা বেঁধেছে উগ্র মুসলিম বিদ্বেষ। তবে ছাত্রটির সাহস আছে বলতে হবে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, যুক্তি দিয়ে ওই হিন্দুত্ববাদী অধ্যাপকের বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন তিনি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার বহু চেষ্টা করলেও যুক্তিবাদী ছাত্রের প্রতিবাদের কাছে একদম মিইয়ে গিয়েছেন অধ্যাপক ভদ্রলোক।

কথাটা এখানে নয়। অন্য জায়গায়। তা হল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একটা নীতি আছে। গোয়েবলসীয় নীতি। যে নীতির মূল বক্তব্য হচ্ছে একটা মিথ্যাকে বার বার এমনভাবে প্রচার করতে থাকো, যতক্ষণ না মানুষ সেটাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে। বিজেপি ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর কাছে হিটলারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলসের এই নীতি অত্যন্ত পছন্দের। ফলে দীর্ঘদিন ধরে তারা বিশ্বের সমস্ত মুসলিমকে এক আসনে বসিয়ে জঙ্গি হিসাবে দেগে দেওয়ার চেষ্টা করছে। গোটা মুসলিম জাতিটাকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার করে চলেছে। আর এই মিথ্যাকেই নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন এক শ্রেণির এলিট মানুষ। তাঁরা শিক্ষিত হতে পারেন, তবে ইতিহাস পড়ার ধৈর্য্য তাঁদের নেই। ফলে তাঁরা আরএসএস-বিজেপির ফাঁদে পা দিয়ে অজান্তেই নিজেদের মুসলিম বিদ্বেষী হিসাবে প্রতিপন্ন করে তুলছেন।

২০১৪ সালে আরএসএসের ভাবশিষ্য নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকেই রমরমা বেড়েছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আরএসএসের। স্বাধীনতার পর দাঙ্গা বাঁধানো, উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচার এবং সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় সংগঠনটিকে। তারপর অনেক জল বয়ে গেছে গঙ্গা দিয়ে। কিন্তু তাদের অ্যাজেন্ডা ঠিক রেখেছে আরএসএস। গোপনে লালন করেছে উগ্র বিদ্বেষের বীজ। স্বয়ংসেবকদের লেলিয়ে দিয়েছে মুসলিম, খ্রিস্টান-সহ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে। আর সেই উগ্রতাকে হাতিয়ার করে করসেবকরা ধ্বংস করেছে বাবরি মসজিদের মতো ঐতিহ্যবাহী সৌধকে। বজরঙ্গীদের হাতে খুন হতে হয়েছে খ্রিস্টান মিশনারী গ্রাহাম স্টেইন ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে। এই ইতিহাস লিখে শেষ করা যাবে না। তালিকা অনেক দীর্ঘ। হিন্দুত্ববাদীরা যে তাদের ট্র্যাডিশন বা টার্গেট ঠিক রেখেছে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে চোখ বোলালেই সে কথা মালুম হয়। উন্নয়নের ঢক্কানিনাদ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা আর তীব্র মেরুকরণের রাজনীতিই এখন দস্তুর।

ফিরে আসি উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী ওই অধ্যাপকের কথায়। হাত থেকে তীর বেরিয়ে যাবার পর ড্যামেজ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এই বলে যে, ওই ছাত্র তাঁর ছেলের মতো। কিন্তু তাঁকে দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন ছাত্রটি।

''আপনি কি এভাবে আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেন? তাকে জেহাদি বলে ডাকেন? গোটা ক্লাসের সামনে আপনি এভাবে আমাকে ডাকতে পারেন না। আপনি এখানে পড়াতে এসেছেন।'' মাত্র কয়েকটা বাক্যে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, আসলেই শিক্ষক হবার কোনও যোগ্যতায় তাঁর নেই। তাঁর মধ্যে মৌলিক শিক্ষার অভাব আছে। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থী না ভেবে হিন্দু-মুসলমান হিসাবে বিবেচনা করেন, তাঁর কাছ থেকে আর যাই হোক, শিক্ষাগ্রহণের পাঠ অন্তত নেওয়া যায় না। শিক্ষক নামের এইসব কলঙ্কদের ধিক। শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্তত মানসিক সুস্থতার ব্যাপারে জোর দেওয়া হোক। না হলে হিন্দুত্বের বিষ আরও তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়বে দেশের এইসব কলঙ্কদের মধ্যে দিয়ে।

মৌলবাদের সাতকাহন

নিরপেক্ষতার আবহে একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীতে দুরকমের মৌলবাদ আছে। ইরানের মৌলবাদ খুব খারাপ। রাশিয়ার মৌলবাদও ততধিক। কিন্তু সৌদি আরব বা কাতারের বদমায়েশি, মার্কিনীদের ভণ্ডামি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইজরায়েলের নোংরামি, ভারতের হিংস্র হিন্দুত্ববাদ চলে যায়। আর চলে যায় তাদের সুরে সুর মেলানো মেরুদণ্ডহীন রাষ্ট্রনেতাদের অবস্থান। অতএব মৌলবাদের এই গুলিয়ে দেওয়া জাঁতাকলে পড়ে সারা বিশ্বের জনগণের অবস্থা তাই আজ কলের পুতুলের মতো।

পৃথিবীতে দুরকমের মৌলবাদ আছে বলে মনে হচ্ছে ইদানীং। ভালো মৌলবাদ আর খারাপ মৌলবাদ। ২০২২ এর ফুটবল বিশ্বকাপের আসর বসেছে কাতারে। এই বিশ্বকাপে একাধিক বিষয়ে ফরমান জারি করে পশ্চিমাদের রোষের মুখে পড়েছে কাতার সরকার। তাই 'মৌলবাদী' কাতারের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত তারা। যদিও কাতার নিয়ে পশ্চিমাদের সমালোচনার জবাবে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল (ফিফা) সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্টিনো বলেছেন, ''ইউরোপিয়ানরা গত ৩০০০ বছর পৃথিবীতে যা করেছে, তাতে নীতিশিক্ষা দেবার আগে আগামী ৩০০০ বছর তাদের ক্ষমা চেয়ে যাওয়া উচিত।'' ইনফান্টিনোর কথা খুবই

সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল কাতারকে সমর্থন করার সময়ই এসব মনে পড়ল তাঁর? কই আমেরিকা ও তার মিত্রদের ইরাককে গুঁড়িয়ে দেবার সময় তো তাঁর একথা মনে হয়নি!

কাতারের কথা ছাড়ুন, সৌদি আরবও খ ুব ভালো। আমেরিকা প্রবাসী সৌদি আরবিয়ান প্রভাবশালী সাংবাদিক জামাল খ াসোগিকে মনে আছে? যিনি গণতন্ত্রের সমর্থক এবং সৌদি রাজতন্ত্রের কট্টর বিরোধী ছিলেন। ইস্তাম্বুলের সৌদি দূতাবাসে, হ্যাঁ দূতাবাসের ভিতরেই ঢুকে খ ুন হয়ে যান। তাঁর মৃতদেহও পাওয়া যায়নি। খোদ সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা সিআইএ জানিয়েছিল (নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্টের খবর অনুযায়ী), সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সালমনের নির্দেশেই এই হত্যা। সেই মহম্মদ বিন সালমনকে বাইডেন প্রশাসন সরকারি রক্ষাকবচ দিয়েছে ক'দিন আগে, যাতে সিআইএ, এফবিআই, এমনকী আমেরিকায় এলেও সালমনের টিকি ছুঁতে না পারে। ঠিক একই কায়দায় ভোটে জেতার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর থেকেও চাপানো নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। গণতন্ত্র, আমেরিকার অধিবাসীর স্বার্থরক্ষা, মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ? ভুলে যান। খবরটা কি আদৌ পেয়েছেন? পাননি। আসলে পশ্চিম গত ৩০০০ বছর পৃথিবীতে যা করেছে, তাতে প্রশ্ন তোলার আগে আগামী ৩০০০ বছর ক্ষমা চেয়ে যাওয়া উচিত।

তাহলে, নীতিশিক্ষা কখন দেওয়া যাবে? 'খারাপ' মৌলবাদের ক্ষেত্রে। ধরুন ইরানের কথা। ব্যাটারা এখনও সিধে হয়নি! পশ্চিমি মিডিয়াজুড়ে দেখবেন, ইরানি ফুটবলারদের বীরত্বগাথা, মহিলাদের হেনস্থার বর্ণনা, মৌলবাদ না হয়ে শুধু 'খ ারাপ' হলেও দেওয়া যাবে। যেমন ধরুন রাশিয়া। পুতিন। এরা খারাপ। অথবা কিছুদিন আগের আফগানিস্তানও 'খারাপ' ছিল। তখনও দেওয়া যেত। এখন চুক্তির পর ওরা নাকি ভালোর দিকে আসছে। তমসো মা জ্যোতির্গময়। এখন আর আফগানিস্তানের কাণ্ডকারখানা নিয়ে তাই কিছু জানা যায় না। ওদের ক্ষেত্রে বছর তিনেক ক্ষমা চেয়ে তারপর একটু নিন্দে করলেও হবে।

তা, এই হল আন্তর্জাতিক জনচেতনা সমিতির কর্মকাণ্ড। বাংলা কথা হল, সব খারাপ খারাপ নয়, কেউ কেউ খুব বেশি খারাপ। মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ নোয়াম চমস্কি একখানা বই লিখেছিলেন, বোধহয় এই সহস্রাব্দের শুরুর দিকে। বাংলায় তার যে অনুবাদ পাওয়া যায় সেটির নাম হল 'সম্মতির তৈয়ারি।' তার প্রথম পরিচ্ছেদে, কে বেশি খারাপ, কে কম খারাপ তার একটা লিস্টি দিয়েছিলেন। ১৯৯৯ পর্যন্ত, সেই সময়ের নানা 'গণহত্যা' নিয়ে মূলধারার সংবাদপত্রগুলি কটা 'খবর' করেছিল তার তালিকা। অনেকদিন বাদে বইটা খুলে

দেখলাম, কসোভোর গণহত্যা নিয়ে প্রথম পাতার খবর হয়েছিল ৪১টা, ইরাকের কুর্দ হত্যা নিয়ে ২৪ টা। কিন্তু তুরস্কের কুর্দ-হত্যা নিয়ে কুল্যে ১টা, আমেরিকার ইরাকে ঘটানো বর্বরতা নিয়েও ১টা। বুড়ি-ছুঁয়ে যাওয়া আর কি। সবই গণহত্যা, কিন্তু কোনওটা অনেক বেশি খারাপ, কোনওটা ইতি-গজ, কোন পক্ষের লোক করছে, তার উপর নির্ভর করে। সেখানে কথা হয় না ইজরায়েলের নৃশংসতা নিয়ে। কারণ তারা ওদের লোক।

প্যালেস্টাইনিদের কচুকাটা করা হলেও নেতানিয়াহু-লাপিদদের বড় দাদা তথা বিশ্ব সন্ত্রাসের জনক আমেরিকা বা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী ও বেইমানের জাত ব্রিটিশরা নিশ্চুপ থাকে।

এখন এই সম্মতি-নির্মাণের প্রক্রিয়া আরও বিস্তৃত। এখন গোটা দুনিয়াজুড়ে 'সচেতন' লোকজন পশ্চিমি গণতন্ত্রের জয়গান করেন, পশ্চিমি মিডিয়া অনুসরণ করেন। তারা প্রয়োজন মতো নারী-তাস খেলে বা 'পশ্চিমের ক্ষমা চাওয়া উচিত' ন্যারেটিভ।

তারা ঠিক করে দেয়, রাশিয়া ইউক্রেনে বর্বরতা করেছে, কিন্তু আমেরিকা ইরাকে গোলাপ ফুটিয়েছে। সৌদি আরব ঠিকই আছে, কিন্তু ইরান খুব খারাপ। তারাই প্রচার করেছে সাদ্দাম হোসেন কুর্দ-হত্যা করেছেন, কিন্তু তুরস্ক প্রায় কিচ্ছু করেনি। সেই অনুযায়ী ভাবতে গেলে দেখা যাবে, দুনিয়াজুড়ে যা চলে তা হল পুতুলনাচের ইতিকথা। নৈতিক কথা যদি বলতেই হয়, তো আদতে সবকটাই বদকম্মো। কিন্তু তার রাংকিঙ্গ তৈরি হয় বড়দার ইচ্ছানুসারে। কোনটা বেশি 'বর্বর' তা আগেই বড়দারা ঠিক করে দিয়েছেন।

তাই প্রথমেই যেটা বলেছি। পৃথিবীতে দুরকমের মৌলবাদ আছে। ইরানের মৌলবাদ খুব খারাপ। রাশিয়ার মৌলবাদও ততধিক। কিন্তু সৌদি আরব বা কাতারের বদমায়েশি, মার্কিনীদের ভণ্ডামি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইজরায়েলের নোংরামি, ভারতের হিংস্র হিন্দুত্ববাদ চলে যায়। আর চলে যায় তাদের সুরে সুর মেলানো মেরুদণ্ডহীন রাষ্ট্রনেতাদের অবস্থান। অতএব মৌলবাদের এই গুলিয়ে দেওয়া জাঁতাকলে পড়ে সারা বিশ্বের জনগণের অবস্থা তাই আজ কলের পুতুলের মতো।

জীবন বদলের বাণী

দুই শত্রুর মধ্যে এমনভাবে কথাবার্তা বলো, তারা পরস্পরে মিলে গেলেও যেন তোমাকে লজ্জিত হতে না হয়।
—শেখ সাদী

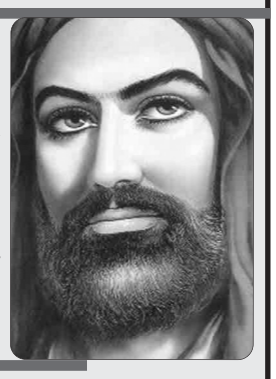

অসৎ লোকের ধন-দৌলত পৃথিবীতে সৃষ্টি জীবের বিপদ-আপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। *—হজরত আলি রা.*

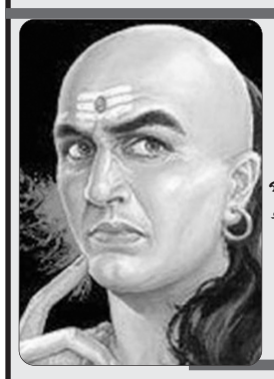

পুত্রকে যারা পড়ান না, সেই সব পিতামাতা তার শত্রু। *—চাণক্য*

ধ্যান থেকে জ্ঞানের জন্ম হয় এবং ধ্যান ছাড়া জ্ঞান হারিয়ে যায়।
—গৌতম বুদ্ধ

মানুষ যতদিন বেপরোয়া ততদিন সে প্রাণবন্ত। *—নেতাজি*

জানা-অজানা

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন

জানেন কে তিনি

নন্দরামের সাত সন্তান ছিল। তার মধ্যে গৌরীশঙ্কর ছিলেন সব থেকে ছোট। ১৬৪৮ সালে গৌরীশঙ্কর সেন জন্মগ্রহণ করেন। এই গৌরীশঙ্করই পরবর্তীকালে দানবীর গৌরী সেন হিসেবে সুবে বাংলায় প্রসিদ্ধ হন।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। এই কথাটা আম বাঙালির কাছে বহুদিন আগেই প্রবাদবাক্য পরিণত হয়েছে। এখন মনেই হতেই পারে, আদৌ কি গৌরী সেন বলে কেউ ছিলেন, না এটা নিছকই একটি কাল্পনিক নাম? আর যদি সত্যিই গৌরী সেন বলে কেউ থাকেন, তাহলে তাঁর বাড়ি কোথায়? তিনি বিপুল অর্থের অধিকারীই বা কী করে হলেন। আর তিনি কী এমন করেছিলেন যার জন্য তিনি এখনও মিথ হয়ে রয়েছেন। এসব প্রশ্ন সকলের মনেই ঘুরপাক খাওয়াটাই স্বাভাবিক। গৌরী সেনকে নিয়ে অজানা সেই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা।

হুগলির সপ্তগ্রাম ছিল সেই সময় খুব সমৃদ্ধ নগর। প্রচুর বিত্তশালী মানুষের বসবাস ছিল। সেই সপ্তগ্রামেই গৌরী সেনের পূর্ব পুরুষ অনিরুদ্ধ সেন বাস করতেন। পরবর্তীকালে কালের নিয়মে সরস্বতী নদী জৌলুস হারাতেই সপ্তগ্রামের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। সরস্বতীর পরিবর্তে ভাগীরথী নদীতে রমরমিয়ে ব্যবসা শুরু হয়। হুগলিতে রাজকীয় বন্দর গড়ে ওঠে। ভাগীরথী নদীর মাধ্যমে চলে ব্যবসা বাণিজ্য। ভাগীরথী নদী তখন থেকে এই এলাকায় হুগলি নদী হিসেবে পরিচিত লাভ করে। সেই হুগলির বালিতে অনিরুদ্ধ সেন তাঁর দুই পুত্র নন্দরাম এবং পরাণচন্দ্রকে নিয়ে বসবাস শুরু করেন। নন্দরামের সাত সন্তান ছিল। তার মধ্যে গৌরীশঙ্কর ছিলেন সব থেকে ছোট। ১৬৪৮ সালে গৌরীশঙ্কর সেন জন্মগ্রহণ করেন। এই গৌরীশঙ্করই পরবর্তীকালে দানবীর গৌরী সেন হিসেবে সুবে বাংলায় প্রসিদ্ধ হন।

গৌরী সেনের পূর্ব পুরুষ হলধর সেন ছিলেন খুব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তবে, তা ছিল সপ্তগ্রামে। হলধর সেনের বংশধর হিসেবে গৌরী সেনের বাবা নন্দরামের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। ফলে, সামান্য পুঁজি নিয়ে মাত্র ১৬ বছর বয়সে গৌরী সেন ব্যবসা শুরু করেন। সেই সময় কলকাতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠের সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসা শুরু করেন তিনি। মোটা কাপড়, শস্য, তেল, রাংতার ভালো বাজার ছিল। বড়বাজার ছিল তাঁর ব্যবসার ক্ষেত্র। বিভিন্ন জায়গা থেকে শস্য নিয়ে গৌরী সেন চাহিদা মতো নৌকা করেই জলপথে বিভিন্ন জায়গায় তা রফতানি করতেন। তাঁর সততা ও বুদ্ধির জোরে ব্যবসায় খুব তাড়াতাড়ি তিনি শ্রীবৃদ্ধি করেন।

প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি টার্নিং পয়েন্ট থাকে। গৌরী সেনের কর্মজীবনে এটাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট। তবে, কাহিনিটা অলৌকিক মনে হতে পারে। জনশ্রুতি থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। ১৬ বছর বয়সে ব্যবসা শুরু করার কয়েক বছরের মধ্যেই রফতনি কারবার তাঁর বেশ জমে ওঠে। ব্যবসার সূত্র ধরেই মেদিনীপুরে ভৈরবচন্দ্র নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে। সেই সময় রাংতার ব্যবসা রমরমিয়ে চলত। বন্ধুর চাহিদা মতো সাত নৌকা শুদ্ধ রাংতা মেদিনীপুরে ভৈরবের কাছে তিনি পাঠিয়ে দেন। পথে একজন সাধু তাঁর একটি নৌকায় তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। সাধু একটি নৌকায় চেপে বসেন। মেদিনীপুর ঘাটে নৌকা লাগে। ভৈরবের কর্মচারী রাংতা নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌকায় ওঠেন। কিন্তু, অলৌকিভাবে সেই রাংতা সবই রুপোয় পরিণত হয়। ভৈরবচন্দ্র ওই রুপো আত্মসাৎ না করেই ফের হুগলি ঘাটে তা পাঠিয়ে দেন। চন্দননগরে জলপথ প্রহরী সব নৌকা বাজেয়াপ্ত করেন। হাকিমের কাছে গৌরী সেনকে পেশ করা হয়। তবে, হাকিম তাঁকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বেকসুর খালাস করে দেন। জনশ্রুতি রয়েছে, দেবাদিদেব মহাদেব সাধু বেশেই তাঁর নৌকায় চেপেছিলেন। রাংতা থেকে রুপোয় রুপান্তরিত হওয়া, হাকিমের বেকসুর খালাস করে দেওয়ার পিছনেও মহাদেব রয়েছেন। পরে, তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে রুপো ভর্তি নৌকা নেওয়ার কথা বলা হয়। একইসঙ্গে স্বপ্নাদেশে শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠার তিনি নির্দেশ পান। সেই রুপো বিক্রি করে রাতারাতি প্রচুর টাকার মালিক হন তিনি। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর তিনি বাড়িতে শিবের মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন।

বিপুল পরিমাণ অর্থের অধিকারী হয়ে তিনি সবসময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। কারও অর্থের অভাবে বিয়ে হচ্ছে না, কেউ চিকিৎসা করাতে পারছেন না, তিনি ত্রাতা হয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতেন। অনেকে আবার মিথ্যা গরিবের কথা বলে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করে সেই টাকায় ফূর্তি করতেন। অনেকে তাঁকে বুঝে-শুনে অর্থ খরচ করার পরামর্শ দিতেন, তিনি তাঁদের বলেছিলেন, মহাদেবের কৃপায় আমি এই বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছি, এই অর্থের মালিক আমি নই, আমি ভাণ্ডারি মাত্র। তাই, যখন যার প্রয়োজন হবে তাঁকে আমি অর্থ দিয়ে সাহায্য করব। টাকার অভাবে কারও কোনও কাজ পড়ে থাকবে না। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। আমৃত্য সেই কথা তিনি রেখে ছিলেন। তাঁর কাছে এসে কেউ খালি হাতে ফিরে যেতেন না।

গৌরী সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের লোকজন রাস্তায় মোহর ছড়িয়ে তাঁকে গঙ্গায় নিয়ে যান। হুগলির বালির বাড়িতেই তাঁর শ্রাদ্ধ হয়। তাঁর দুই সন্তান হরেকৃষ্ণ ও মুরলীধর। গৌরী সেনের মৃত্যুর পর মুরলীধর হুগলির বালির বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। আর হরেকৃষ্ণ বালির বাড়িতে রয়ে যান। হরেকৃষ্ণের দুই সন্তান ছিলেন বিশ্বেশ্বর ও ভীমচাঁদ। বিশ্বেশ্বরের পরিবারের লোকজন সকলেই কলকাতায় চলে যান। ভীমচাঁদ ও তাঁর উত্তরসূরিরা হুগলির বালির বাড়িতেই বসবাস করেন। কালের নিয়মে তাঁর বংশধরেরা আজ কোথায় তা জানা নেই। তবে, মানুষের জন্য করা গৌরী সেনের সেই কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি এখনও আম বাঙালির কাছে অমর হয়ে রয়েছেন।

জলবায়ু

জলবায়ু পরিবর্তনে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সংকটে

ইকো-উদ্বেগে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন ঘটে চলেছে অবিরত। তা রোধ করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। এর ফলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎও প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছে। এই ইকো-উদ্বেগ প্রভাব ফেলছে মনস্তত্ত্বেও। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি পরিবশগত প্রভাব তৈরির পাশাপাশি মানুষকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে তুলছে। সেটাই ইকো-অ্যাংজাইটি বা জলবায়ু-উদ্বেগ নামে পরিচিত।

জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে বিশ্ব নেতাদের পরামর্শ মতো কর্মীরা প্রভাবশালী কর্মসূচি কার্যকর করার চেষ্টা চালাচ্ছে। পরিবেশগত ক্ষতি বা পরিবেশগত বিপর্যয়ের একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। এই যে উদ্বেগ, কখন কী হয়, সেটাকেই ইকো-অ্যাংজাইটি বলে গণ্য করা হয়েছে। এটি ঠিক রোগ নয়, মানসিক ব্যাধি, যা উচ্চতর উদ্বেগের কারণে হয়।

আমেরিকান সাইকোলজি অ্যাসোসিয়েশনের মতে, পরিবেশগত বিপর্যয়ের দীর্ঘস্থায়ী ভয় যা জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রভাব তা গ্রাস করে মানুষকে। নিজের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংশ্লিষ্ট উদ্বেগই হল ইকো-অ্যাংজাইটি। প্রকৃতির উপর আবহাওয়াজনিত প্রভাব, জীবন, জীবিকার উপর প্রত্যাঘাত, বাসস্থানের ক্ষতি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। একটা অসহায় অনুভূতির ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি গ্রাস করে বসে মানুষের মনে। ইকো-অ্যাংজাইটি বর্তমানে ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়াল অফ মেন্টাল ডিসঅর্ডার-এর তালিকাভুক্ত নয়। এর মানে হল, ডাক্তাররা আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে এখনও রোগের পর্যায়ে ফেলছেন না। একটি নির্ণয়যোগ্য অবস্থা হিসেবে এই ইকো-অ্যাংজাইটিকে বিবেচনা করা হচ্ছে না।

মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এটিকে মানসিক অসুস্থতার পরিচায়ক বলে ব্যাখ্যা করেন। এর ফলে মানসিক সুস্থতা বিঘ্নিত হয় এবং তা স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। ল্যানসেট প্ল্যানেটারি হেলথ-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনে প্রত্যক্ষ প্রভাবিত দেশগুলিতেই এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। ইউনিভার্সিটি অফ বাথ, স্ট্যানফোর্ড মেডিসিন সেন্টার ফর ইনোভেশন ইন গ্লোবাল হেলথ, অক্সফোর্ড হেলথ এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, অন্যান্য শিক্ষাবিদ এবং পেশাদারদের নেতৃত্বে গবেষণাটি ১০টি দেশে ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সি ১০ হাজার যুবকের উপর করা হয়েছিল। ফিলিপিন্সের ৯২ শতাংশ যুবক বলেছিলেন, তারা ভবিষ্যৎকে ভীতিকর বলে মনে করেছে। ফিনল্যান্ডে মাত্র ৫৬ শতাংশ এই কথা বলেছিলেন।

কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রকৃতিতে পরিবেশগত-উদ্বেগ বা জলবায়ু-উদ্বেগ থাকবেই। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রকৃতিকে নিয়ে অনুভূতি জাগতে পারে। প্রকৃতিতে ধ্যান করাও সহায়ক হতে পারে। আর ফোর্স অফ নেচারের গবেষণায় বলা হয়েছে, তাদের উদ্বেগগুলি অবশ্যই একজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। উদ্বেগগুলি নিজের মধ্যে জমা করে রাখতে চলবে না।

বদলে গিয়েছেন রাহুল!
কী বদল জানালেন নিজেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'ভারত জোড়ো যাত্রা' কর্মসূচি কংগ্রেসের নির্বাচনী ভাগ্য বদলাতে পারবে কি না, তা সময় বলবে। তবে, এই যাত্রা তাঁর ব্যক্তিত্বে উল্লেখযোগ্য কিছু বদল এনেছে বলে দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। গত রবিবারই মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে এসে পৌঁছেছে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'। ৭ সেপ্টেম্বর, তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ২ হাজার কিলোমিটারের বেশি পথ পাড়ি ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছে এই যাত্রা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি যাত্রার স্মরণীয় মুহূর্তগুলির কথা বলতে গিয়ে দাবি করেন, ধৈর্য বৃদ্ধি-সহ তাঁর মধ্যে অনেকগুলি ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। রাহুল বলেন, ''প্রথমত আমার ধৈর্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। যাত্রায় হাঁটার সময় যদি আপনি ব্যথা অনুভব করেন, তখন সেই ব্যথার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া কোনও গতি থাকে না। আপনি মাঝপথে ছেড়ে চলে আসতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, এখন আমি সহজে বিরক্ত হই না। আগে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে যেতাম। এখন আট ঘণ্টাতেও বিরক্তি আসে না। কেউ আমায় ধাক্কা গিয়ে, বা টানা-হেঁচড়া করলেও আমার উপর কোনও প্রভাব পড়ে না। তৃতীয়ত, অন্যদের কথা শোনার ক্ষমতাও অনেকটা বেড়েছে। কেউ যখন আমার কাছে এগিয়ে এসে কিছু বলেন, আমি তার কথা আগের থেকে অনেক বেশি শুনি। আমার মতে, এই সবগুলিই আমার জন্য খুব ভালো।'' তিনি আরও জানিয়েছেন, যাত্রার শুরুতেই তিনি তাঁর হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করেছিলেন। আগের একটা চোট থেকে সেই ব্যথা হয়েছিল। সেই অবস্থায় তিনি যাত্রায় অংশ নিতে পারবেন কি না, সেই বিষয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু, যত সময় এগিয়েছে, তাঁর সেই ভয় কেটে গিয়েছে। ব্যথার কারণে না হাঁটার প্রশ্ন আর আসেইনি। যা কিছু তাঁকে ভুগিয়েছে, সবগুলির সঙ্গেই মানিয়ে নিয়েছেন নিজেকে।

তীব্র ঠান্ডার মধ্যে কাশ্মীরে সরকারি পেনশন প্রকল্পের জন্য লম্বা লাইনে গ্রাহকরা।

নির্মলা সীতারামনের প্রাক-বাজেট বৈঠক বয়কট শ্রমিক সংগঠনগুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১২টির বেশি শ্রমিক সংগঠন। প্রতিটি সংগঠনের বক্তব্য রাখার জন্য বরাদ্দ মাত্র ৩ মিনিট। তাও ভিডিও কনফারেন্স বৈঠকে। তারই প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ডাকা প্রাক বাজেট বৈঠক বয়কট করল শ্রমিক সংগঠনগুলি। তাদের বক্তব্য, এই বৈঠক প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।

১০টি জাতীয় শ্রমিক সংগঠন গত ২৫ নভেম্বর বৈঠকের বিরোধিতা করে যৌথ বিবৃতি জারি করে। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়, 'করোনার সবরকম বিধি নিষেধ প্রত্যাহার হওয়ার পরও ভিডিও কনফারেন্স বৈঠকের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যেখানে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা ১২টির বেশি, সেখানে বৈঠকের সময় মাত্র ৭৫ মিনিট। শ্রমিক সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা ১২। আমন্ত্রণপত্র দেখে মনে হয়েছে তার বেশিও হতে পারে। ফলে প্রতিটি সংগঠন ৫ মিনিটেরও কম সময় পাবে।'

এরই প্রতিবাদে বৈঠকে গরহাজির ছিল শ্রমিক সংগঠনগুলি। অর্থমন্ত্রকের ডাকা প্রাক বাজেট বৈঠকে উপস্থিত ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ঘনিষ্ঠ শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ। এছাড়াও ফিকি, সিআইআই কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে। একশো দিনের কাজে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি তোলা হয়েছে শ্রমিক সংগঠনের তরফে। এছাড়াও কর্পোরেট কর বাড়ানো এবং সম্পত্তি কর ধার্য করারও দাবি তোলে শ্রমিক সংগঠনগুলি।

গত সপ্তাহে প্রাক বাজেট প্রস্তুতি শুরু করেছে অর্থ মন্ত্রক। ইতিমধ্যেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। গত বাজেটেও সরকার অবকাঠামো খাতে বেশি জোর দিয়েছিল। মোদী সরকারের দাবি, ইনফ্রা সেক্টরের শক্তি বৃদ্ধির ফলে লক্ষাধিক কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। সরকার অবকাঠামো প্রকল্পগুলিতে তহবিল দেওয়ার জন্য একটি নগদীকরণ প্রকল্পও চালু করেছে। এ'খাতকে গতিশীল করতে শিল্পপতি ও অবকাঠামো খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৩ সালের বাজেট সম্পর্কে সমস্ত স্টেকহোল্ডারের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছে। এই পরামর্শগুলি পর্যালোচনা করার পরে, সেগুলি আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পেশ করা সাধারণ বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এটিই হবে মোদী সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তার আগে সরকারের সামনে মূল্য বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধির হার, কর্মসংস্থানের মতো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এটি হবে মোদী সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের পঞ্চম বাজেট, এর পরে পরবর্তী নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে।

১১ ধর্ষকের মুক্তির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ
সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ বিলকিস

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুজরাট সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিলকিস বানোর গণধর্ষণে অভিযুক্তদের। এবার সেই সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিলকিস বানো। ২০০২ সালে গোধরা দাঙ্গার পরই গণধর্ষিত হয়েছিলেন বিলকিস বানো। তার চোখের সামনেই তিন বছরের মেয়ে-সহ গোটা পরিবারকে খুন করা হয়। ওই মামলাতেই যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়েছিল ১১ জন অভিযুক্তকে। কিন্তু সম্প্রতিই গুজরাট সরকারের তরফে ওই ১১ জন অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তকে নিয়ে তুমুল সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। এবার সেই সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিলকিস বানো।

এ দিন বিলকিস বানোর আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের কাছে এই মামলাকে তালিকাভুক্ত করার অনুরোধ করেন। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, তিনি গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখবেন, দুটি আবেদনই একসঙ্গে এবং একই বেঞ্চের অধীনে শুনানি করা যায় কি না, তাও বিচার করে দেখবেন। উল্লেখ্য, ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার ঠিক পরেই গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন বিলকিস বানো। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর এবং তিনি পাঁচ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। গণধর্ষণ করেই থামেনি অভিযুক্তরা, বিলকিসের চোখের সামনেই তাঁর তিন বছরের মেয়ে-সহ পরিবারের সাত সদস্যকে খুন করা হয়।

২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময়ে বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ এবং তাঁর পরিবারের আরও ৭ জনকে হত্যার অভিযোগে ২০০৮ সালে মুম্বইয়ের সিবিআইয়ের বিশেষ কোর্ট অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। পরে বম্বে হাইকোর্টও সেই রায় বহাল রাখে। তবে ১৫ বছরের বেশি কারাবাসের পর আসামীদের মধ্যে একজন সুপ্রিম কোর্টে মুক্তির আবেদন করেছিলেন। শীর্ষ আদালতের তরফে বল ঠেলে দেওয়া হয় গুজরাট সরকারের কোর্টে। গুজরাট সরকারকে তাদের সাজা মকুবের বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এরপর গুজরাট সরকার এই বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিল। ওই কমিটিই ১১ জনের মুক্তির সুপারিশ করে।

গত ১৫ অগস্ট গোধরা সাব জেল থেকে মুক্তি পায় ওই ১১ জন অভিযুক্ত। তাদের ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। সেই ঘটনাটিরও তীব্র সমালোচনা করা হয়। কংগ্রেস সহ একাধিক রাজনৈতিক দল এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে। এদিন, বুধবার বিলকিস বানো সুপ্রিম কোর্টের মে মাসের অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ করেন, যেখানে শীর্ষ আদালতের তরফে গুজরাট সরকারকে অভিযুক্তদের মুক্তির সিদ্ধান্ত বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১১ জন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজা শেষ হওয়ার আগেই মুক্তির নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েও রিট পিটিশন দাখিল করেছেন বিলকিস বানো।

বিলকিস প্রসঙ্গ তুলে শাহকে পালটা আক্রমণ ওয়েইসির

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুজরাট ভোটের প্রচারে গিয়ে শুক্রবারই ২০০২-র গোধরা হিংসার প্রসঙ্গ তোলেন অমিত শাহ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পালটা আক্রমণ শানালেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। তাঁর কথায়, ''কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা হল ২০০২-র বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া। আপনি বিলকিসের ৩ বছরের শিশুকন্যার হত্যাকারীদের মুক্তি দিয়েছেন। কোন শিক্ষার কথা আপনি মনে করতে বলছেন?'' প্রসঙ্গত, শুক্রবার আহমেদাবাদের একটি জনসভায় ভাষণ দেন ওয়েইসি। তিনি ওই সভা করার কিছুক্ষণ আগেই খেদায় প্রচারে যান অমিত শাহ। সেখানে তিনি বলেন, ''কংগ্রেসের মদতেই বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল দুষ্কৃতীদের। কিন্তু ২০০২-তে সমাজ বিরোধীদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।'' শুধু তাই নয়, বিজেপি-র জন্যেই গুজরাটে 'চিরস্থায়ী শান্তি' প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যের পরই তাঁকে নিশানা করেন ওয়েইসি। অমিত শাহকে হুঁশিয়ারি দিয়ে নির্বাচনী প্রচার সভায় তিনি বলেন, ''মনে রাখবেন, ক্ষমতার কুর্সি সকলের থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া যায়। ক্ষমতার দম্ভে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন উচিত শিক্ষা দিয়েছি। আপনি কি দিল্লি হিংসা থেকে কিছুই শিখতে পারেননি?'' এরপরই বিলকিস বানো ও আসান জাফরির প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। প্রসঙ্গত, শুক্রবারের প্রচারে বারবার কংগ্রেসকে নিশানা করেন অমিত শাহকে। ''কংগ্রেসের শাসনকালে অহরহ সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটত। সমাজে বিভাজন তৈরি করে এক পক্ষকে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে

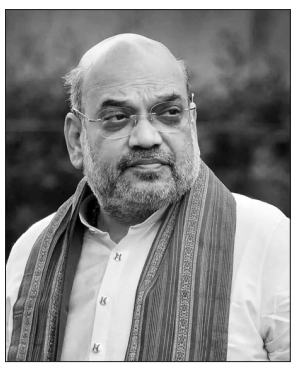

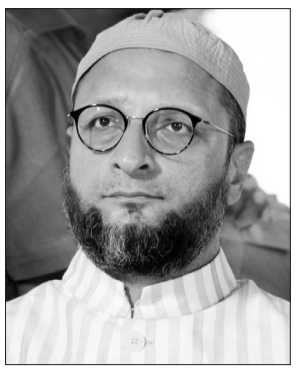

যেতে বাধ্য করতেন কংগ্রেসের নেতারা। আর এই সাম্প্রদায়িক হিংসার মধ্য দিয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে মজবুত করত তাঁরা।''

প্রসঙ্গত, ২০০২-র ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে। ট্রেনের কামরায় পুড়ে মৃত্যু হয় ৫৯ জন হিন্দু কর সেবকের। এর পরই গুজরাটের বিভিন্ন শহরে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় হামলার শিকার হন অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানো। তাঁকে ধর্ষণ এবং তিন বছরের মেয়ে-সহ পরিবারের ন'জনকে খুন করে হামলাকারীরা। সেই ঘটনায় ১১ জনকে সাজা দিয়েছিল আদালত। চলতি বছরের ১৫ অগাস্ট সাজার মেয়াদ শেষের আগেই তাঁদের মুক্তি দেয় সরকার।

২ বছর বয়সে অদ্ভুত প্রতিভার বিচ্ছুরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বয়স সবে মাত্র ২ বছর ৬ মাস। মুখের আধো আধো ভাষায় অনায়াসেই সে বলে দিতে পারে জ্ঞানী মানুষদের মতো বহু কিছু। আর যা দেখে ও শুনে হতবাক হয়ে যান বিশ্ববাসী। এমনই প্রতিভার অধিকারী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানার মদনগঞ্জের ছোট্ট শিশু অহেনজিতা মিস্ত্রি। সম্প্রতি বিশেষ প্রতিভার জন্য অহেনজিতা ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস -এ নামও তুলেছে। কিন্তু অহেনজিতা কী এমন পারে, যা দেখে সত্যি বিস্ময় হতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য কবির ৫০ থেকে ৬০ লাইনের কবিতা সে অনায়াসেই বলতে পারে। এমনকী বড় বড় ইংরেজি বাক্য থেকে অক্ষর চেনা, ৭টি বাংলা গান, ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে জাতীয় সংগীত গাওয়া, ৪০টি বাংলা ছড়া এবং বহু ইংরেজি ছড়া খুব কম সময়ের মধ্যে সে বলতে পারে। এছাড়াও এ ফর আপেল থেকে শুরু করে জেট ফর জেব্রা মাত্র দেড় মিনিটের মধ্যে বলতে পারে অহেনজিতা। ৩০ জন মনীষীর ছবি দেখে সম্পূর্ণ নামও বলতে পারে সে। এছাড়াও ছবি দেখে বহু পশু, পাখি, জলজ প্রাণী, ফল, সব্জি, এবং পতঙ্গের নাম অনায়াসেই বলতে পারে অহেনজিতা। শুধু তাই নয়, সাধারণ জ্ঞানেও খুব পটু সে। এমনকী ৬টি দেবদেবীর মন্ত্রও বলতে পারে অহেনজিতা। আর এইসব নানান গুণের কারণে ইন্ডিয়া অফ বুক রেকর্ডস -এ নাম তুলল নামখানার ছোট্ট শিশু অহেনজিতা। এই বিষয়ে তাঁর মা বিজলী মাইতি মিস্ত্রি জানান, ''এক বছরের আগে থেকে অহেনজিতা কথা বলা শিখেছে। খুব ছোটবেলা থেকেই নানান বিষয়ে সে খুব কৌতুহলী। এছাড়াও যে কোন বিষয়ে বললে, সহজেই সে মনে রাখতে পারে। দু'বছর বয়স থেকে আলাদাভাবে আমরা তার প্রতি নজর দিতে থাকি। দীর্ঘ ৬ মাস ধরে নানান শর্ত মেনে তাকে আমরা প্রস্তুত করি। এরপরই বুক অব রেকর্ডস-এর কমিটির পক্ষ থেকে নানান বিচার বিবেচনা করে তাকে মনোনীত করা হয়।''

মিলছে জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া মেয়াদ বাড়ল 'দুয়ারে সরকার'-এর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১ নভেম্বর থেকে চালু হয়েছিল দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। রাজ্যজুড়ে একাধিক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পগুলি থেকে সরকারি পরিষেবার জন্য আবেদনের সুযোগ পাচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছিল, ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চলবে। কিন্তু, এবার সেই মেয়াদ বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার। একটি নির্দেশিকা জারি করে নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মেয়াদ ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে ব্যপকভাবে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আবেদন করতে পারবেন।

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আবেদন করার জন্য ক্যাম্পগুলি থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে ফর্ম। যাতে সাধারণ মানুষের সমস্যা হলে তাঁরা এই বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন সেজন্য একটি টোল ফ্রি নম্বরও শুরু করা হয়েছে। ১০৭০/২২১৪-৩৫২৬ নম্বরে ফোন করে তাঁরা সাহায্য চাইতে পারবেন। আবেদনকারীদের আধার কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। যদি কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা থাকছে ক্যাম্পেই। একইসঙ্গে মিউটেশন ও জমি রেকর্ডের ভুল সংশোধন, স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য আবেদন সহ অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাবে দুয়ারে সরকারের থেকে। আবেদনকারীকে পাসপোর্ট সাইজ ফটো দেওয়া বাধ্যতামূলক।

খাদ্যসাথী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, জয় জোহার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, মানবিক, কৃষক বন্ধু, ঐক্যশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত তথ্য, আধার সংক্রান্ত তথ্য, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্রেডিট লিঙ্ক, জাতিগত শংসাপত্র, শিক্ষাশ্রী, তফসিলি বন্ধু,জমির মিউটেশন সংক্রান্ত তথ্য, বিনামূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, প্রতিবন্ধীদের শংসাপত্র সংক্রান্ত আবেদন, মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ দফতরের কিসান ক্রেডিট কার্ড, ওয়েবার ক্রেডিট কার্ড, স্বনির্ভর গোষ্ঠীরগুলির ক্রেডিট লিঙ্ক, কৃষির পরিকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য, মৎস্যজীবীদের রেজিস্ট্রেশন প্রকল্পগুলির জন্য দুয়ারে সরকারে আবেদন করতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

সাধারণ মানুষ যাতে দুয়ারে সরকারের পরিষেবা আরও পেতে পারেন সেজন্য এবার এই উদ্যোগের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে হলে জানা গিয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরে পঞ্চায়েতের কাজের তদারকিতে বিশ্বব্যাঙ্ক
কেন হঠাৎ এই তৎপরতা?

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিয়েছিল রাজ্য। চলতি বছরের শুরুতেই সেই খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। প্রায় এক হাজার কোটি টাকা রাজ্যকে ঋণ দিয়েছিল বিশ্বব্যাঙ্ক। রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামাজিক-সুরক্ষা প্রকল্পের কাজের জন্য এই মোটা অঙ্কের ঋণ দিয়েছিল বিশ্বব্যাঙ্ক। এর পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়ে থাকে। এবার রাজ্যে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে এলেন বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা। বিশ্বব্যাঙ্কের থেকে পাঠানো টাকা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এলাকার উন্নয়ন কতটা হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ও ময়নায় পরিদর্শনে আসেন বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা।

মূলত আইএসজিপিপি প্রকল্পের আওতায় গ্রাম পঞ্চায়তগুলিতে কী কী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হচ্ছে, সেই সব ঘুরে দেখেন তাঁরা। কী এই আইএসজিপিপি প্রকল্প? আইএসজিপিপি-র পুরো কথা ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনথেনিং অব গ্রাম পঞ্চায়েতস প্রোগ্রাম। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আইএসজিপিপি ফেজ টু শুরু করে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায়। সেই সব কাজ খতিয়ে দেখতেই মহিষাদলে গিয়েছিলেন বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণের কাজ কেমন চলছে, সেই সব ঘুরে দেখেন তাঁরা। প্রথমে তাঁরা গিয়েছিলেন ময়না ব্লকের পরমানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহযোগিতায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত। এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের প্রয়োজনীয় আলো থেকে শুরু করে কম্পিউটার সব কিছুর ক্ষেত্রেই সৌরবিদ্যুতের ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। পাশাপাশি ওয়াটার এটিএম এবং সাবমার্সিবল পাম্পের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সেই সব কাজ ঘুরে দেখেন বিশ্বব্যাঙ্কের চার প্রতিনিধি।

এরপর মহিষাদল ব্লকের নাটশাল এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতেও যান তাঁরা। সেখানে নতুন শ্মশানঘাট, কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা-সহ বেশ কিছু কাজ ঘুরে দেখেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা। এলাকা পরিদর্শনে পাশাপাশি আরও কীভাবে এলাকার উন্নয়ন করা যায়, সেই বিষয়গুলিও একটি অডিয়ো-ভিস্যুয়াল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

হাতি এলেই সতর্ক করবে সেন্সর ডুয়ার্সে নয়া প্রযুক্তি রেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেললাইনে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু ঠেকাতে রেলের নয়া উদ্যোগ। ডুয়ার্সের ডায়না রেলব্রিজ থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট পর্যন্ত বসান হলো সেন্সর এলার্মিং সিস্টেম লাগানো হয়েছে। রেললাইনের ধারে কাছে হাতি পৌঁছলেই বার্তা এই সেন্সর বার্তা পাঠাবে নিকটবর্তী রেল স্টেশনে। এই ধরনের প্রযুক্তি রাজ্যে প্রথম বলে রেলের দাবি। সোমবার থেকে সেই এলার্মিং সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হল। হাতি পার করিয়ে সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য সোমবার গরুমারা থেকে আনা হয় কুনকি হাতি অরণ্যকে।

ডুয়ার্সের একাধিক জঙ্গলের বুক চিরে বেরিয়ে গিয়েছে রেললাইন ও রাস্তা। আর সেই রেললাইনের উপর দিয়ে মাঝেমধ্যে হাতির দল পারাপার করে। কখনও রেললাইনের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে অনেকসময়ই ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয় হাতি। কখনও মৃত্যুর মতো ঘটনাও ঘটে। ট্রেনে ধাক্কায় হাতির মৃত্যু ঠেকাতে একাধিকবার রেল এবং বন দফতরের যৌথ বৈঠক হয়েছে। রেল

ও বন দফতর এইধরনের দুর্ঘটনা আটকাতে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছিল। ডুয়ার্সের জঙ্গল এলাকায় ট্রেনের গতি স্লথ করা, হাতির করিডরে আন্ডারপাস তৈরি করা ইত্যাদি। তবে তারপরও রেল লাইনের উপর মাঝেমধ্যেই চলে আসে হাতি, ঘটেছে দুর্ঘটনা।

এবার এই দুর্ঘটনা আটকাতে রাজ্যে প্রথম ডুয়ার্সের রেললাইনে লাগানো হলো 'সেনসিটিভ সেন্সর এলার্মিং সিস্টেম'। ডুয়ার্সের ডায়না রেলব্রিজ থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে এই সেন্সর এলার্মিং সিস্টেম লাগানো হয়েছে। যার মাধ্যমে হাতি রেললাইনের পাশে আসলেই একটি এলার্ম আসবে পাশ্ববর্তী রেলস্টেশনে। হাতি রেল লাইনের ধারে এলেই বা রেল লাইনের উপরে চলে আসলেই সিগন্যাল পৌঁছবে নিকটবর্তী রেল স্টেশনে। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নিকটবর্তী স্টেশন জানতে পারবে হাতিটির ভৌগলিক অবস্থান। এমনকী হাতিটি আকারে কত বড় সেটাও জানান দেবে এই এলার্ম। এদিন কুনকি হাতি এনে রেললাইনের পাশ দিয়ে হাঁটানো হয়। দেখা হয় এলার্মিং সিস্টেম। রেল কর্তৃপক্ষ এবং তাঁদের দফতরের আধিকারিকরা সেট করেন হাতির সেন্সরটি। এটি সফল হলে আগামী দিনে সমস্ত হাতির করিডোর গুলিকে এই পদ্ধতি চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। হাতির মৃত্যু রুখতে এই অত্যাধুনিক পদ্ধতি আগামী দিনে যথেষ্ট কাজে লাগবে বলেই আশা করছেন রেল আধিকারিকরা।

ভাঙছে হামরো পার্টি
পাল্লা ভারী অনীতের দলের

কার্শিয়াং: পাহাড়ে ফের ভাঙন হামরো পার্টিতে। এদিন ফের হামরো পার্টি ছেড়ে আরও এক কাউন্সিলর যোগ দিলেন বিজিপিএমে। কার্শিয়াং টাউন হলে দার্জিলিং পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দোর্জে লামা যোগ দিলেন অনীত থাপার দলে। এর আগেও ৫ কাউন্সিলর যোগ দিয়েছিলেন। জল্পনা চলছে, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নির্বাচিত কাউন্সিলররাও যোগ দেবেন বিজিপিএমে। এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন বিজিপিএমের সভাপতি অনীত থাপা। তিনি বলেন, ''বিরোধী দলের কাউন্সিলররাও আমাদের দলে আসতে চাইছেন। আলোচনা চলছে। দ্রুত ছবি স্পষ্ট হয়ে যাবে।'' তিনি নাম না করে অজয় এডওয়ার্ডকেও আক্রমণ করে বলেন, ''দার্জিলিং পুরসভা চলছিল রিমোট দিয়ে। তাই আজ হামরো পার্টি ছেড়ে কাউন্সিলররা আসছেন। দ্রুত বোর্ড গঠন হবে।'' সূত্রের খবর, দার্জিলিং পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন সদ্য হামরো পার্টি ছেড়ে আসা বিষ্ণু মল্ল। যদিও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অনীত। তাঁর দাবি, ''দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হবে। কাউন্সিলররাও থাকবেন।'' অজয় এডওয়ার্ডের তোলা টাকা ছড়িয়ে দল ভাঙানোর অভিযোগ উড়িয়েছেন অনীত। তাঁর কথায়, ''আমাদের দল ছেড়েও অনেকে অন্য দলে যোগ দিয়েছেন। আমরা কাউকে দোষারোপ করিনি।''

অন্যদিকে এদিন পালটা অনীতকে আক্রমণ করেন পুরসভার চেয়ারম্যান রীতেশ পোর্টেল। অনীত থাপাকে 'কোভিডের চাইতেও ভয়ানক জীবাণু' বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, ''ক্ষমতায় থাকার জন্যে উনি সব কিছুই করতে পারেন। পাহাড়ে অবৈধ বিল্ডিং ভাঙার কাজে হাত দেওয়ায় চাপে পড়েন অনীত। তড়িঘড়ি দল ভাঙানোর খেলায় নেমে পড়েন। কেননা ঠিকাদারদের থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে বসেছিলেন অনীত থাপা। সেই টাকা দিয়েই বিরোধী শিবির ভাঙছেন।''

তিনি আরও বলেন, ''আসলে দার্জিলিংয়ের রাজনীতিতে এখন টাকার খেলা চলছে। যাঁর হাতে টাকা, আর ক্ষমতা রয়েছে, সেই মসনদে বসবেন। জনতার রায়ের কোনও দাম নেই। তবে এই রাজনীতি বেশিদিন চলতে পারে না। ওঁনার ভবিষ্যতও ভালো হবে না। ওঁনাকে তো কয়েকজন নেতা আর ঠিকাদারেরা রিমোট দিয়ে পরিচলনা করছেন। পদ বড় কথা নয়, একজন সাধারন কাউন্সিলর হিসেবে এলাকার উন্নয়ন করে যাবো।

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

ইসলামের সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ক

ইসলামের মূল মর্মবাণী হল মানুষের সর্বস্ব আল্লাহতাআলার কাছে সোপর্দ করে দেওয়া। তার সব শক্তি, যাবতীয় কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-আবেগ, সব প্রিয় বস্তু, এককথায় মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহতাআলার কাছে অর্পণ করার নামই হল ইসলাম। কোরানের ভাষায় ইসলাম মানে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা ইসলামে সমাজ ও রাষ্ট্রকে অশান্তি, জুলুম ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত রাখার নির্দেশ রয়েছে বলেই ইসলাম শান্তির আদর্শ। মানুষ যদি সত্যিই শান্তি পেতে চায় তবে তার নিজের ইচ্ছামতো জীবন যাপন না করে আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলতে হবে। তাই আল্লাহ তাঁর প্রেরিত জীবনব্যবস্থার নাম রেখেছেন ইসলাম।

মাহমুদ আহমদ

ইসলাম একটি আরবি পরিভাষা। এর আভিধানিক অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া, কোনও কিছু মাথা পেতে নেওয়া। এটি সালম, সিলম বা সিলমুন মূল ধাতু থেকে এসেছে। যার এক অর্থ শান্তি, সন্ধি, সমর্পণ ও নিরাপত্তা। যেহেতু আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ হয় তাই একে ইসলাম বলা হয়। অন্য কথায় ইসলামের অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর নির্দেশ মেনে নেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি এবং নিরাপত্তা অর্জন করা। 'ইসলাম' শব্দটিতে আল্লাহতায়ালার ধর্মের মূলতত্ত্ব নিহিত রয়েছে। আরবি ভাষায় ইসলাম বলতে বোঝায় আনুগত্য, বাধ্যতা ও আত্মসমর্পণ। ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমেই আল্লাহর কাছে সমর্পণ করতে হয় নিজেকে।

অতএব ইসলামের মূল মর্মবাণী হল মানুষের সর্বস্ব আল্লাহতাআলার কাছে সোপর্দ করে দেওয়া। তার সব শক্তি, যাবতীয় কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-আবেগ, সব প্রিয় বস্তু, এককথায় মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহতাআলার কাছে অর্পণ করার নামই হল ইসলাম। কোরানের ভাষায় ইসলাম মানে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে নেওয়া যে জীবনাদর্শের লক্ষ্য তারই নাম ইসলাম। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি স্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধিনিষেধ পালন করা, তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা এবং এই লক্ষ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার নামও ইসলাম। ইসলামে সমাজ ও রাষ্ট্রকে অশান্তি, জুলুম ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত রাখার নির্দেশ রয়েছে বলেই ইসলাম শান্তির আদর্শ। মানুষ যদি সত্যিই শান্তি পেতে চায় তবে তার নিজের ইচ্ছামতো জীবন যাপন না করে আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলতে হবে। তাই আল্লাহ তাঁর প্রেরিত জীবনব্যবস্থার নাম রেখেছেন ইসলাম।

ইসলাম শধের অর্থের মধ্যে বিশেষ গুণের পরিচয় পরিস্ফুটিত। ইসলামই শুধু ইসলামের তুলনা। নাম থেকেই বোঝা যায় যে, ইসলাম কোনও ব্যক্তিবিশেষের আবিষ্কার নয়, কোনও জাতির নামানুসারেও এই মতাদর্শের নাম হয়নি। ইসলাম নামটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রদত্ত। ইসলাম নামটি অনেক গুরুত্ব বহন করে। ইসলামের সঙ্গে রয়েছে মানুষের জীবনের সুগভীর সম্পর্ক।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। সব সংঘাত-সংঘর্ষের চিরন্তন ও মহাসমন্বয় হচ্ছে ইসলাম। জীবনাদর্শ, জীবনব্যবস্থা ও জীবন বিধান হিসেবে ইসলামে রয়েছে সব সমস্যার সঠিক সমাধান। এতে রয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যার সমাধান আর মৃত্যুর পর আখেরাতের অনন্ত জীবনে নিশ্চিত সুখ -শান্তি লাভের উপায়।

ইসলাম মানুষের চলার পথের সন্ধান দেয়। উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন তথা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হাসিলের একমাত্র পন্থা। এর ব্যাপ্তি জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধীকার। ইসলাম মানুষের সঠিক পথের দিশারী, দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ একমাত্র জীবনব্যবস্থা। আল্লাহতায়ালা কোরানুল কারিমে একাধিক স্থানে এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন— ''নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হল ইসলাম।'' (সূরা আল-ইমরান— আয়াত ১৯)

''আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'' (সূরা মায়েদা — আয়াত ৩)

কোরানুল কারিমের আয়াতে কারিমা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে আল্লাহতাআলা ইসলামকে মানবতার জন্য নেয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন, যাতে রয়েছে মানুষের জীবনের সব সমস্যার সমাধান। এখন হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের কী লাভ?

এককথায় বলা যায়, ইসলাম গ্রহণ করলে অনেক লাভ রয়েছে। প্রথমত ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহতাআলার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। হাদিসে পাকে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন— ''বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ইসলাম খাঁটি হয়, আল্লাহ তা দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত করে দেন সে আগে যা অপরাধ করেছে। অতপর তার সৎকাজ হয় অসৎ কাজের বিনিময়; সৎকাজ তার দশগুণ হতে সাতশো গুণ, বরং বহু গুণ পর্যন্ত আর অসৎ কাজ তার একগুণ মাত্র, তবে আল্লাহ যাকে ছেড়ে দেন তার একগুণের শাস্তিও হবে না।'' (বুখারি)

প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে তবে সে মূলত নিজেকেই অনুগ্রহীত করে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন— ''তারা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে (মুসলমান হয়ে) আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। (হে রাসুল! আপনি) বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে কোরো না। বরং আল্লাহ ইমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদের ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো।'' (সূরা হুজাত — আয়াত ১৭)

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে হজরত আদম আলাইহি ওয়া সালাম থেকে হজরত মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সব সম্মানিত নবি-রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা মানুষকে ধর্ম তথা সত্য জীবন ব্যবস্থার দিকে আহ্বান করেছেন। এই জীবনব্যবস্থা ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের শাশ্বত সৌন্দর্যের আলোকে পথ দেখিয়ে চলেছে সমগ্র মানব জাতিকে।

মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও অনুসন্ধানী, কেবল তারাই খুঁজে পেয়েছে সেই সত্যের ও শান্তির সন্ধান, খুঁজে পেয়েছে একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহকে এবং জেনেছে নিজের চিরস্থায়ী গন্তব্যের প্রকৃত ঠিকানা। অত্যাধুনিক সভ্যতা ও তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর সমৃদ্ধির এই যুগে মানুষ আজ কঠিনতম বাস্তবতার শিকার। সবাই চায় সচ্ছলতা, চায় শান্তি। বস্তুত মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আত্মিক শান্তির পিয়াসী। বেঁচে থাকার জন্য এটি অপরিহার্য। মহান আল্লাহতাআলা মনোনীত পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা 'ইসলাম'সেই অনন্ত শান্তির বাণীই প্রচার করছে। তাই তো মানুষ শাশ্বত ধর্ম দ্বীন ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শ যুগ যুগ ধরে গ্রহণ করে আসছে।

ইসলাম যে দিনের পর দিন উন্নতি করেই যাচ্ছে এর কারণ কি? দিনের পর দিন ইসলামের যে উন্নতি হচ্ছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে ইসলামের তুলনাহীন আদর্শ ও সুমহান শিক্ষা। ইসলামের উন্নতি সম্পর্কে অনেকেই অনেক মন্তব্যও করেছেন। যেমন বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ বলেছিলেন, ''আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচারিত ধর্ম 'ইসলাম' আগামী দিনের ইউরোপবাসীদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে। ইতিমধ্যে আজকের ইউরোপবাসী ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছে।'' (জেনুইন ইসলাম)

বর্তমান বিশ্ব, বিশেষত খ্রিস্টবাদের প্রাণকেন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাকালেই জর্জ বার্নার্ড শ'র সেই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতার প্রমাণ মেলে। সত্য আর শান্তির সন্ধানে মানুষ পাগলপারা হয়ে ইসলামের সঠিক বিশ্বাসের দিকেই ছুটে আসছে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে।

ঐতিহাসিক কারবালার শিক্ষা ও তাৎপর্য

মো. জিল্লুর রহমান

মহররম হিজরি বছরের প্রথম মাস। পবিত্র কোরানে এ মাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা তওবার ৩৬নং আয়াতে বর্ণিত যে মাসগুলোয় যুদ্ধবিগ্রহ হারাম করা হয়েছে তার মধ্যে মহররম অন্যতম। অনেক কারণে এ মাসটি মুসলিম উম্মাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ং রসুল সা. নিজে এ মাসকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁর দায়িত্ব অর্থাৎ মানুষকে শান্তির ধর্ম ইসলামের পথে আহ্বান করার কাজ শুরু করেছিলেন মহররম মাসে।

মহররম শধের অর্থ অলঙ্ঘনীয় পবিত্র। ইসলামের ইতিহাসে মহররম মাসটি অত্যন্ত ফজিলতময় ও মর্যাদাপূর্ণ। এ মাসেই বহু নবি-রসুল ইমানের কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। মহররম মাস মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদার মাস। অসংখ্য তথ্যবহুল ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই পবিত্র মাস এবং সেই কারণে এই মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক। প্রাচীনকাল থেকেই আশুরার ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। হজরত হুসাইন রা.-এর মর্মান্তিক শাহাদতের ঘটনার অনেক আগে থেকেই আশুরা অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যঘেরা দিন। তবে এ কথা সত্য ১০ মহররম কারবালা প্রান্তরে হজরত ইমাম হোসাইন রা. তাঁর দলবল সহ শহিদ হওয়ার ঘটনা এ দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ কারণে মুসলমানরা দিনটিকে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালন করে থাকেন এবং প্রত্যেক মুসলমানের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আশুরার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে হজরত মুসা আ.-এর ফিরাউনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভ। এই দিনে মহান আল্লাহতায়ালা চিরকালের জন্য লোহিত সাগরে ডুবিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন ভ্রান্ত খোদার দাবিদার ফিরাউন ও তার বিশাল বাহিনীকে। অনেকে মনে করেন, ফিরাউন নীলনদে ডুবেছিল। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী এই ধারণা ভুল। বরং তাকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

হিজরি ৬০ সালে পিতার মৃত্যুর পর ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নিজেকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে। অথচ ইয়াজিদ প্রকৃত মুসলমান ছিল না বরং সে মোনাফেক ছিল। সে এমনই পথভ্রষ্ট ছিল যে, ইসলামে চিরতরে নিষিদ্ধ মধ্যপানকে সে বৈধ ঘোষণা করেছিল। অধিকন্তু সে একই সঙ্গে দুই সহোদরকে বিবাহ করাকেও বৈধ ঘোষণা করেছিল। শাসক হিসেবে সে ছিল স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী। এসব কারণে হজরত হোসাইন রা. শাসক হিসেবে ইয়াজিদকে মান্য করতে অস্বীকৃতি জানান এবং কুফাবাসীর আমন্ত্রণ ও ইসলামের সংস্কারের লক্ষ্যে মদিনা ছেড়ে মক্কা চলে আসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উমাইয়াদের শাসনামলে ইসলাম তার মূল গতিপথ হারিয়ে ফেলেছিল। হজরত ইমাম হোসাইন রা. মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশে যাত্রা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কারবালার উদ্দেশে যাত্রা করেন। এ সময় উমর ইবনে সাদ আবি ওক্কাসের নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্য কারবালায় প্রবেশ করে। কয়েক ঘণ্টা পর ইসলামের জঘন্য দুশমন শিমার ইবনে জিলজুশান মুরাদির নেতৃত্বে আরও বহু নতুন সৈন্য এসে আবি ওক্কাসের বাহিনীর সঙ্গে যোগ হয়। অবশেষে বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। এ যুদ্ধ সত্য এবং মিথ্যার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর সংগ্রাম। কারবালায় দুই পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। নানা নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। এই অসম যুদ্ধে ইমাম হোসাইন রা. এবং তাঁর ৭২ জন সঙ্গী শাহাদত বরণ করেন। শিমার ইবনে জিলজুশান মুরাদি নিজে ইমাম হোসাইনের কণ্ঠদেশে ছুরি চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে। আর সেই বেদনাহত দিনটা ছিল হিজরি ৬১ সালের ১০ মহররম।

কবিতা ও ছড়া

বিন্দুর গতি

কাজী সামসুল আলম

বিন্দুরা জোট বেঁধে এক হয়ে গেলেই
বদলে যায় অবয়ব
সরলরেখা লম্বা হতে থাকে
ইঞ্চি ফুট গজ ক্রোশ
দূর বহুদূর।
বিন্দুরা জোট বেঁধে এক হয়ে যেতেই
রূপ বদলে জলরাশি বাড়তে বাড়তে
নালা খাল নদী ছাপিয়ে
সাগর সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে রুদ্রতার
পেখম মেলে।
বিন্দু বিন্দু ভাবনা জোট বেঁধে
যন্ত্রণা দেয় অস্থি মজ্জা হৃদয়ে,
বিন্দুর রূপ চোখের অশ্রুর মূল্য
মাপে আবেগের নিরালায়।
একটি বিন্দু ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে
সঙ্গী সাথী পেয়ে।

মহাকালের চাকা

পূর্ণ দে

নামতে নামতে নেমে গেছো অনেক নীচে,
আর কতোটা নীচে নামলে তোমার স্বার্থসিদ্ধি হবে লাভ?
মানুষের সরলতার নিয়ে সুযোগ
দাবিয়ে রেখেছো তাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ,
মানুষের বাসযোগ্য সুন্দর এই পৃথিবীকে
পরিণত করতে চাইছো জঙ্গলের রাজত্বে।
মানুষের ধৈর্যের আর কত নিতে চাও পরীক্ষা?
সবার বুকে জমে ওঠা বারুদ বিস্ফোরণের অপেক্ষায়।
ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রঙ বদলায়
শিকারি চিলও একদিন ডানা ভেঙে পড়ে মুখ থুবড়ে।
অবিরত ঘুরে চলেছে মহাকালের চাকা
কেউ জানে না, কখন কার কপালে কি আছে লেখা।
মানুষকে যদি না দ্যাখো মানুষের চোখে
লেগে যাওয়া কলঙ্কের দাগ মুছবে কীভাবে?

শীত এসেছে

বদ্রীনাথ পাল

শীত এসেছে ঝরিয়ে পাতা
কুয়াশা ঢাকা সকালবেলা,
শীত এসেছে হলুদ রাঙা
সর্ষে গাঁদার বসিয়ে মেলা।

শীত এসেছে পিঠে পায়েস
নলেন গুড়ের খবর নিয়ে,
শীত এসেছে খেজুর রসের
মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে।

শীত এসেছে চড়ুইভাতি
বড়দিনের হাতটি ধরে,
শীত এসেছে নাগরদোলা
মেলা খেলা সঙ্গে করে।

শীত এসেছে লেপের ওমে
ধরিয়ে কাঁপন হাড়ে হাড়ে,
শীত এসেছে আপন মনে
সাধ্যটি কার, ঠেকায় তারে।

সাদা মানুষ

সুজন দাশ

সবাই থাকে পাবার লোভে
চাই না দিতে কিছু,
পেয়ে গেলে হয় বড় খুব
থাকায় না আর পিছু।

কষ্টগুলো যায় যে ভুলে
সুখের ভেলায় চড়ে,
অতীত স্মৃতি পুড়ায় নীতি
কেই বা রাখে ধরে!

খুব কম লোক আছে ধরায়
পিছন ফিরে দেখে,
জীবন'টারে শানায় বোধে
দুঃখ গায়ে মেখে।

যায় এগিয়ে দুখীর পাশে
দুখের কথা শোনে,
তাদের মাঝে নিজের ছায়া
অন্তরে বীজ বোনে।

তাঁরাই হ'ল সাদা মানুষ
আশার আলো জ্বালে,
তাঁদের দেখে সমাজ শেখে
গজায় পাতা ডালে।

মানুষ চাঁদে থাকবে! কত দিন পর, জানাল নাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দশ বছরও লাগবে না, তার আগেই চাঁদে বসবাস শুরু করে দেবে মানুষ। এমনই দাবি করলেন আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড হু। বর্তমানে ওরিয়ন লুনার স্পেসক্র্যাফট প্রোগ্রাম নামের একটি চন্দ্রাভিযান শুরু করেছে নাসা। সেই অভিযানেরই নেতৃত্ব দিচ্ছেন হাওয়ার্ড। এই অভিযানে 'আর্টেমিস' নামের রকেটের মাধ্যমে ১৯৭২ সালের পর ফের এক বার চাঁদে মানুষ পাঠানোর চেষ্টা করছে নাসা।

গত সপ্তাহে চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছল আর্টেমিস-১। আমেরিকার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে মহাকাশযানটি রওনা দেয় চাঁদের উদ্দেশে। এই 'আর্টেমিস-১'-এর উপরেই বসানো ছিল 'ওরিয়ন' নামের একটি মহাকাশযান। আপাতত যাত্রীবিহীন হলেও এই অভিযান সফল হলে তবেই পরের অভিযানে যাত্রী-সহ পাঠানো হবে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য, চাঁদের মাটিতে নামার জন্য সম্ভাব্য 'ল্যান্ডিং সাইট'গুলি চিহ্নিত করা। তার সফল উৎক্ষেপণ হয় বুধবার। নাসা সূত্রে খবর, মিশন 'আর্টেমিস-১' সফল হয়েছে। চাঁদের মাটিতে থাকতে পারলে লম্বা সময় ধরে মহাকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করার সুযোগ মিলবে। নিশ্চিতভাবেই এই দশকে মানুষ চাঁদের মাটিতে বসবাস করতে পারবে। আমরা কত দিন চন্দ্রপৃষ্ঠে থাকব, তার উপর নির্ভর করে, তৈরি করা হবে বাসস্থান, চাঁদের মাটিতে চলবে রোভারও, জানান হাওয়ার্ড। চাঁদের মাটিতে থাকতে পারলে লম্বা সময় ধরে মহাকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করার সুযোগ মিলবে বলেই দাবি তাঁর। মহাকাশবিজ্ঞানীর কথায়, চাঁদের মাটিতে বসবাস সম্ভব হলে তা আরও একটি দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভবিষ্যতে যদি দীর্ঘ সময় মহাকাশ অভিযান চলে, তখন কাজে আসবে এই অভিজ্ঞতা। বিষয়টিকে বলা হচ্ছে 'ডিপ স্পেস' অভিযান। অনেকেই মনে করছেন, ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহে বসতি স্থাপনের যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে বিভিন্ন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তরফে, সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন বিজ্ঞানী।

চাঁদের পৃষ্ঠের নিকটতম ছবি পাঠাল চন্দ্রযান ওরিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসা কামাল করে দেখাচ্ছে আর্টেমিস মিশনে। আর্টেমিশ ওয়ান মিশনের প্রথম চন্দ্রযান ওরিয়ন চাঁদের পৃষ্ঠের নিকটতম ছবি পাঠাল পৃথিবীতে। ওরিয়নের অপটিক্যাল নভিগেশনাল সিস্টেম ব্যবহার করে এই ছবিটি তোলা হয়েছে। চাঁদের এই দর্শনীয় ছবি একেবারেই বিরল হয়ে দেখা দিয়েছে নাসার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে।

নাসার পাঠানো চন্দ্রযানটি আর্টেমিস মিশন ওয়ানের সময় পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপগ্রহের নিকটতম অবস্থানে চন্দ্র পৃষ্ঠের ছবি তোলে। সেই সময় চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১৩০ কিলোমিটার উপরে ছিল চন্দ্রযানটি। ছবিটি ওরিয়নের অপটিক্যাল নেভিগেশনাল সিস্টেম ব্যবহার করে তোলা হয়েছে, যা পৃথিবী ও চাঁদের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং দূরত্বে কালো-সাদা ছবি ধারণ করে। নাসা ইনস্টাগ্রামে এই ছবি পোস্ট করেছে। সেটাই প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। চাঁদের বিভিন্ন এলাকার চারটি ছবি শেয়ার করেছে নাসা। নাসার এই ইনস্টাগ্রাম পোস্ট অনুসারে প্রকাশিত ছবিগুলি ১৯৭৫ সালে অ্যাপোলো প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর থেকে স্যাটেলাইটের সবথেকে কাছে ছবি। নাসা তার পোস্টে আরও লিখেছে, অ্যাপালো ১১, ১২ ও ১৪-র অবতরণ করা স্থানগুলির উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে বর্তমান চন্দ্রযান ওরিয়ন। বর্তমানে তা একটি দূরবর্তী কক্ষপথের দিকে যাচ্ছে। এই কক্ষপথ চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে যেদিকে ঘুরছে, তার বিপরীত দিকে ওরিয়নকে নিয়ে যাবে।

শেষ ৫০ বছরে আর্টেমিস ওয়ান মিশনের ওরিয়নই একমাত্র মহাকাশযান যা চাঁদের ফ্লাইবাই সম্পন্ন করেছে। আর্টেমিস একটি অবিকৃত মিশন, যা নভোচারীরা ভবিষ্যতের মিশনে যাত্রা করার আগে নাসার স্পেস লঞ্চ সিস্টেম রকেট ও ওরিয়ন মহাকাশযান পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

এই মিশটি সফল হলে আর্টেমিস ২০২৪ সালে চাঁদের চারপাশে মানব অভিযান করাবে। অর্থাৎ মানুষ চাঁদের কক্ষপথে পাড়ি দেবে। তবে এক্ষেত্রে চাঁদের নামবে না নভশ্চররা। তার পরের বছর ২০২৫-এ আর্টেমিস থ্রি-তে নভশ্চরদের পাঠানো হবে চাঁদে নামানোর জন্য। তার আগে পর্যায়ক্রমিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে নাসা। আর্টেমিশ ওয়ান ও আর্টেমিস টু উভয়েই নাসার পরীক্ষামূলক অভিযান।

আর্টেমিস মিশন থ্রি-তে চাঁদের প্রথম কোনও মহিলা নভোচারী যাচ্ছেন। তিনি চাঁদে নামলে, তিনিই প্রথম মহিলা হিসেবে চাঁদের মাটিতে পা রাখবেন। এখন সেই সন্ধিক্ষণের অপেক্ষায় রয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। নাসা এক বৃহৎ লক্ষ্য নিয়ে আর্টেমিস মিশন শুরু করেছে। চাঁদের এই মিশন সম্পূর্ণ হলে নাসার পরবর্তী লক্ষ হবে মঙ্গল অভিযান। এবং তা হবে ২০৩০-এর মধ্যে।

চাঁদে জলের সন্ধানে স্পেস-এক্স

লুনার ফ্ল্যাশলাইট মিশন শুরু নাসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্টেমিস মিশনে মানুষ পাঠানোর মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে নাসা। একইসঙ্গে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা চাঁদে জলের সন্ধানও শুরু করে দিয়েছে। সেই লক্ষ্যে নাসা এবার নামছে লুনার ফ্ল্যাশলাইট মিশনে। জাপান পরিচালিত হাকুটো আর মিশনের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে নাসা শুরু করছে লুনার ফ্ল্যাশলাইট মিশন। খুব শীঘ্রই নতুন মহাকাশযান উৎক্ষেপণে ল্যান্ডার নামাবে মার্কিন ও জাপানি মহাকাশ সংস্থা।

লুনার ফ্ল্যাশলাইট মিশন ও জাপানের বেসরকারি স্পেস টেক কোম্পানির দ্বারা ডিজাইন করা স্পেসএক্স মহাকাশযান ল্যান্ডার-সহ উড়ে যাবে চাঁদের উদ্দেশে। স্পেসএক্সের এম-ওয়ান মিশনে থাকা লুনার স্যাটেলাইট হল একটি ছোটো উপগ্রহ যা একটি ব্রিফকেসের আকারের। এই উৎক্ষেপণের পর স্যাটেলাইটটি তিন মাস মহাকাশে যাত্রা করবে। এটি চাঁদে অনেক দূর নিয়ে যাবে। চাঁদে পৌঁছনোর পর এটি একটি বিজ্ঞান-সমাবেশকারী চন্দ্র কক্ষপক্ষে বসতি স্থাপনের আগে ধীরে ধীরে পৃথিবী ও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে ফিরে আসবে।

একবার এটি চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছলে, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নেমে যাবে, যেখানে এটি অন্ধকার গর্তগুলিতে আলো ফেলতে লেজার ব্যবহার করবে। চাঁদের এই অঞ্চলে বিলিয়ন বছর ধরে সূর্যের আলো দেখেনি। পুরো অন্ধকারে ডুবে ছিল এই এলাকা। এখানে চাঁদের রেগোলিথ (মাটি)-তে বরফ আকারে জল বিদ্যমান। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও বুঝতে পারেননি যে, এই গর্তগুলি সব বরফে আবৃত।

হাকুতো আর মিশন ১ চন্দ্র ল্যান্ডারটি জাপানি মহাকাশে প্রযুক্তি সংস্থা আইস্পেস দ্বারা নির্মিত এবং এটি চাঁদে অবতরণকারী প্রথম ব্যক্তিগত নেতৃত্বাধীন জাপানি মিশন হবে। এই ল্যান্ডারটি আইস্পেসের চন্দ্র অন্বেষণ হাকুতো আর-এর অংশ, যার অর্থ জাপানি ভাষায় সাদা খরগোশ। চাঁদের মাটিতে তা জল অন্বেষণ করবে। তার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুকেই। স্টার্ট-আপ বলছে, এটি চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ সুবিধা গ্রহণ করে জ্বালানি খরচ কমিয়ে মিশনটি পরিচালনা করতে পারে। তবে এটি মিশনের একটি খারাপ দিক বলে বর্ণনা করা হয়। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে অ্যাপালো মিশন দেখিয়েছিল মিশনটি কয়েক দিনের জায়গায় চাঁদে পৌঁছতে পাঁচ মাস সময় নেবে। আধুনিক প্রযুক্তি মেনে মিশন পরিচালনার উপরই জোর দেওয়ার কথা বলা হয়।

আর্টেমিস মিশন ভেঙে দিল অ্যাপোলো ১৩-র রেকর্ড

চাঁদের সবথেকে দূরে পৌঁছল নাসা

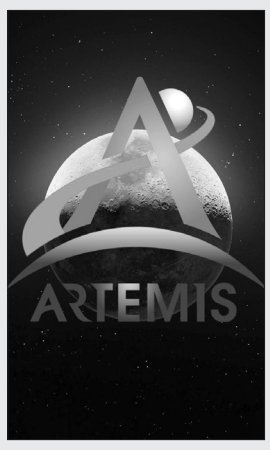

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্টেমিস মিশন ভেঙে দিল অ্যাপোলো ১৩-র রেকর্ড। ৫২ বছরের রেকর্ড ভেঙে নাসার চন্দ্রযান ওরিয়ন পৌঁছল চাঁদের সবথেকে দূরবর্তী স্থানে। ১৯৭০ সালে চাঁদের বুকে যে দূরত্বে উপগ্রহ সেট করেছিল, এবার সেই দূরত্ব অতিক্রম করে ওরিয়ন মহাকাশযান নয়া রেকর্ড স্থাপন করল।

এতদিন অ্যাপোলোর স্থাপন করা স্যাটেলাইট স্থাপন হয়েছিল পৃথিবী থেকে ৪ লক্ষ ১৭১ কিলোমিটার দূরে। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে পৃথিবী থেকে চাঁদে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ২১০ কিলোমিটার দূরত্বে পৌঁছে গেল চন্দ্রযান। অর্থাৎ চাঁদের বুকে আরও ৩২ হাজার ৩৯ কিলোমিটার বেশি অতিক্রম করল ওরিয়ন। শুধু তাই নয় আর্টেমিশন মিশন নাসার মহাকাশযান ওরিয়ন দূরবর্তী বিপরীতমুখী কক্ষপথে তার যাত্রা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। চাঁদের বাইরের পৃষ্ঠে হাজার হাজার মাইল দূরে তার বৃহত্তর মিশন জারি রেখেছে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মহাকাশযানটি সারা দিন পৃথিবী এব চাঁদের ছবিও ধারণ করেছে, যার মধ্যে চাঁদের পৃথিবী গ্রহণও দেখা যাচ্ছে।

নাসার প্রশাসক বিল নেলসন জানিয়েছেন, আর্টেমিস ওয়ান যে সাফল্য অর্জন করছে, তা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। ইতিহাস তৈরির একটি সিরিজ তৈরি করছে। এই মিশনটি শুরুতে বাধার মুখ পড়লেও শুরুর পর থেকে তা মসৃণভাবে চলছে। যে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা এগোচ্ছি, তা এখন পর্যন্ত সফল। সর্বেশষ রিপোর্ট অনুযায়ী ওরিয়ন পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৪৫৭ মাইল দূরে আর চাঁদ থেকে ৪৩ হাজার ১৩৮ মাইল দূরে ছিল। প্রতি ঘণ্টায় ওরিয়নের বেগ ছিল ১৬৭৯ মাইল। নাসা ওরিয়ন মহাকাশযানকে বিশেষভাবে তৈরি করেছিল আর্টেমিস মিশনের জন্য। এই মিশন আদতে চাঁদে মানুষ নিয়ে যাওয়ার মহড়া। তাই এই মিশনে কোনও ফাঁক রাখতে চায়নি নাসা। নাসা আর্টেমিস মিশন সফল হতে সবরকম চেষ্টা করে যাচ্ছে। তার জন্য বিলম্ব করা হয়েছে, কিন্তু কোনও ভুল যেন না থাকে, তা নিশ্চিত করা হয়েছে সর্বাগ্রে। তারপর তা চাঁদের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি মিশন সফল।

চাঁদের মহাকাশযান ওরিয়ন ১১ ডিসেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরে ফ্ল্যাশডাউন করবে। তার আগে পৃথিবীতে তার প্রত্যাবর্তনের পথে ওরিয়নকে একটি সুনির্দিষ্টভাবে সময়মতো চন্দ্র ফ্লাইবাই বার্ন করবে। আর মহাকাশচারীরা যাতে গভীর মহাকাশ সময় কাটাতে পারে এবং শ্বাস নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সিস্টেমগুলিকে সফলভাবে ক্রিয়া করাতে পারে, তার সফল পরীক্ষা করবে এই মিশনে।

ব্ল্যাকহোল থেকে শোনা যাচ্ছে আলোর 'প্রতিধ্বনি'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্ল্যাকহোল থেকে আসছে আলোর প্রতিফলন। নাসার এমনই এক নতুন ভিডিও সামনে এনেছে, যা নিয়ে অপার বিস্ময় তৈরি হয়েছে। নাসার মতে ভিডিওতে থাকা ব্ল্যাক হোলটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৭৮০০ আলোকবর্ষ দূরে এবং এর ভর সূর্যের থেকে পাঁচ থেকে ১০ গুণ। এবং এই ব্ল্যাক হোলের ভিডিও এক মহাজাগতিক দৃশ্যের অবতারণা করেছে।

নাসা সর্বদা মহাকাশ অনুসন্ধানে নানা বিস্ময়কর দৃশ্যের সন্ধান দিয়েছে। মহাকাশপ্রেমীদের কাছে বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। সম্প্রতি একটি নতুন ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে, নাসা ব্ল্যাকহোল থেকে আলোর রেখা দেখতে পেয়েছে। স্টেস এজেন্সি ভিডিওটি শেয়ার করেছে ইনস্টাগ্রামে। ব্ল্যাকহোল কখনও আলোক বিচ্ছুরণ করতে দেয় না। ব্ল্যাকহোল থেকে কখনও রেডিও বা এক্স-রে কোনও কিছু দৃশ্যমান হয় না। আশপাশের উপাদানগুলি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিচ্ছুরণের ফলে তীব্র বিস্ফোরণ তৈরি করতে পারে। আর তা বাইরের দিকে যাওয়ার সময় আলোর এই বিচ্ছুরণ মেঘগুলিকে উড়িয়ে দিতেও সক্ষম। তা মহাকাশে গ্যাস এবং ধুলো সরিয়ে দেয়, ঠিক যেমন গাড়ির হেডলাইট থেকে আলোর রশ্মি কুয়াশাকে সরিয়ে দেয়।

ভিডিওটিতে দেখা যায় লাল বৃত্তাকার ব্যান্ডগুলি একটি তারার পটভূমি দ্বারা বেষ্টিত। নীল ব্যাণ্ডগুলি ব্ল্যাক হোল সিস্টেমের ভিতরের এবং নীচের অংশগুলিকে হাইলাইট করে। সেনিফিকেশনের সময় কার্সারটি একটি বৃত্তে চিত্রের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে সরে যায়। যখন এটি এক্স-রে'তে শনাক্ত করা আলোর প্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে সেখানে এক্স-রে শনাক্তকরণ ও উজ্জ্বলতার তারতম্য বোঝানো হয়েছে ওই ছবিতে। নাসার মতে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাক হোলটি একটি সহচর নক্ষত্র থেকে উপাদান টেনে নিচ্ছে, যা একটি চাকতির মতো আটকে রয়েছে। আর ব্ল্যাক হোলটি ঘিরে রেখেছে একটি নাক্ষত্রিক ভর। গবেষকদের মতে, ভি৪০৪ সিগনি হল একটি সিস্টেম যা, একটি ব্ল্যাক হোল ধারণ করে রাখে।

দুরন্ত প্রত্যাবর্তন নেরোকার পর ট্রাউকেও হারাল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি: এর আগে ঘরের মাঠে নেরোকাকে হারিয়েছিল মহমেডান। তারপর কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে তারা হারাল ট্রাউ এফসিকে। এ দিন ১-০ গোলে জয় ছিনিয়ে নেয় সাদা-কালো ব্রিগেড। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন ফজলু রহমান। আইলিগের শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল মহমেডান স্পোর্টিং। প্রথম দুই ম্যাচে তারা হেরে বসেছিল। দু'টিই অ্যাওয়ে ম্যাচ ছিল। কিন্তু সেখান থেকেই দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছে সাদা-কালো ব্রিগেড। ঘরের মাঠে পরপর দুই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে লিগ টেবলের ছয় নম্বরে উঠে এলে মহমেডান স্পোর্টিং।

এদিন আই লিগে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচ খেলতে নেমেছিল মহমেডান। ঘরের মাঠে দাপটের সঙ্গে শুরুটা করে আন্দ্রে চেরনিশভের দল। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ফজলু। গোটা ম্যাচে ওই একটি গোলই হয়েছে। প্রতিপক্ষ গোলকিপারের গায়ে লেগে প্রতিহত হওয়া বল গোলে পাঠান কেরলের ফুটবলার। ফজলু চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। এই মরশুমে তিনি সাদা-কালোর বড় আবিষ্কার, এমনটা বলা যেতেই পারে।

ডুরান্ড কাপ থেকে সাদা কালো জার্সিতে গোল করে চলেছে ফজলু। কলকাতা লিগেও মহমেডানকে ভরসা জুগিয়েছে। এখন আই লিগেও দলের বড় ভরসা হয়ে উঠেছেন তিনি। পরপর দুই ম্যাচেই গোল পেলেন ফজলু।

আই লিগের শুরুতেই হোঁচট খাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে মহমেডান যেভাবে জোড়া জয় পেয়েছে, তাতে খুশি রুশ কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। পরপর দুই ম্যাচ জেতায় ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ টেবলের ছয় নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে মহমেডান। ট্রাউ এফসি আবার ৪ ম্যাচের মধ্যে ১টিতে জিতেছে, ২টি ম্যাচ হেরেছে এবং একটি ড্র করেছে। ৪ পয়েন্ট নিয়ে মহমেডানের ঠিক পরে ৭ নম্বরে রয়েছে।

বাংলাদেশে আর্জেন্টিনার সমর্থন দেখে অবাক ফিফা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মতো বাংলাদেশও ফুটবল পাগল দেশ। আর তাই মেক্সিকো হারতেই আর্জেন্টিনার সমর্থনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন বাংলাদেশের সমর্থকরা। সেটা আবার ফিফার সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রকাশ করা হয়। মেক্সিকোকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় পর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে ভেসে রয়েছে আর্জেন্টিনা। মেসিদের এই দারুণ জয়ের পর সারা বিশ্বে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা আনন্দের জোয়ারে ভেসেছেন। ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের আর্জেন্টিনা ভক্তদের মনেও আনন্দের জোয়ার দেখা গিয়েছে। গভীর রাতেই সেখানে রাস্তায় মিছিল বের করেন মেসিদের ভক্তরা। আর হবে নাই বা কেন, বলা যেতে পারে এ যাত্রায়অগ্নিপরীক্ষায় পাস করে ছিল মেসির আর্জেন্টিনা। প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে হেরে বেশ চাপে ছিল আর্জেন্টিনা। ফলে শেষ ১৬তে যাওয়ার জন্য মেক্সিকোর বিরুদ্ধে জয় ছাড়া অন্য উপায় ছিল না তাদের কাছে। সেই পরীক্ষায় দারুণ ভাবে উতরে গেল মেসির আর্জেন্টিনা। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ২-০ জয় ছাড়াও, মেসির দুরন্ত গোল সকলের মন জিতেছে। এমন দুর্দান্ত জয়ের পর বাংলাদেশের আর্জেন্টিনার ভক্তদের মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেছে। গভীর রাতেই রাস্তায় বেরিয়েছে মিছিল। বাংলাদেশে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের এই উল্লাসের ভিডিও নজর কেড়েছে পুরো বিশ্বের। আর তাই বিশ্ব ফুটবলের প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার ভেরিফাইড টুইটারে এই ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। ভিডিও-র ক্যাপশনে ফিফা লিখেছে, 'এটাই হলও ফুটবলের শক্তি। বাংলাদেশের আর্জেন্টাইন ভক্তরা ফিফা বিশ্বকাপে মেক্সিকোর বিপক্ষে জয়ের ম্যাচে মেসির দেওয়া গোল উদযাপন করছে।'

ভারতীয় দলে সুযোগ না পাওয়া শাপে বর উমরানের?

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্রেফ পেসের জন্য এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে উমরান মালিককে নেওয়া হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। যদিও সেটা হয়নি। যে সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন ওয়াসিম আক্রমের মতো বিশেষজ্ঞরা। যদিও উলটো কথা বললেন উমরানের বাবা।

কেন উমরান মালিককে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেওয়া হয়নি? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। তবে তাঁদের সঙ্গে একমত নন ভারতের 'এক্সপ্রেস পেসার'-র বাবা আবদুল রশিদ। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, উমরান যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পায়নি, তাতে ভালোই হয়েছে।

স্রেফ পেসের জন্য এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে উমরানকে নেওয়া হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। যদিও সেটা হয়নি। যে সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন ওয়াসিম আক্রমের মতো বিশেষজ্ঞরা। তারই মধ্যে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে রোহিত শর্মারা ছিটকে যাওয়ার পর উমরানকে কেন নেওয়া হয়নি, তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত যে একজন গতিময় পেসারের অভাব টের পেয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই বিশেষজ্ঞদের।

উমরানের বাবা বলছেন, আমার মতে, ও যে বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পায়নি, সেটা ভালোই হয়েছে। যখন যেটা হওয়ার কথা, তখন সেটা হবেই।' ছেলে ভারতের বিশ্বকাপ দলে যে সুযোগ পায়নি, সেটাকে কেন ভালো বলছেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন উমরানের বাবা। উমরানের বাবা বলেন, 'তাড়াহুড়ো করে কোনও কিছু হয় না। ছেলে এখনও শিখছে। অভিজ্ঞদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করে নিচ্ছে। ও ওখানে যাবে এবং তাঁদের থেকে শিখবে। তাড়াহুড়ো করার কোনও দরকার নেই। দলে ইতিমধ্যে অনেক বড়-বড় খেলোয়াড় আছেন। তাঁরা ভালো খেলছেন। যারা (ভালো খেলে) নজরে পড়ছে, তাদেরও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ না পেলেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে খেলেছেন উমরান। প্রথম ম্যাচেই তাঁকে মাঠে নামানো হয়েছিল। ৫০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় উমরানের। সেই ম্যাচে অকল্যান্ডে ১০ ওভারের ৬৬ রান দিয়ে দুই উইকেট পেয়েছিলেন উমরান। প্রথমে আউট করেছিলেন ডেভন কনওয়েকে। তারপর ড্যারিল মিচেলকে ড্রেসিংরুমে পাঠিয়েছিলেন।

পৃথ্বীর সর্বকালীন রেকর্ড ভাঙলেন জগদীশান

নিজস্ব প্রতিনিধি: সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে ৬ রান করার পরই পৃথ্বী শ-কে টপকে দুর্দান্ত নজির গড়লেন তামিলনাড়ুর ওপেনার নারায়ণ জগদীশান। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির পারফর্ম্যান্সের নিরিখে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন নারায়ণ জগদীশান। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে একঝাঁক ব্যক্তিগত নজির নিজের দখলে নিয়েছেন তামিলনাড়ুর ওপেনার। এবার সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে আরও একটি দুর্দান্ত রেকর্ড এল জগদীশানের সামনে।

বিজয় হাজারে ট্রফির একটি মরশুমে সব থেকে বেশি রান করার সর্বকালীন রেকর্ড গড়লেন জগদীশান। তিনি ভেঙে দিলেন পৃথ্বী শ-র ব্যক্তিগত নজির।

২০২০-২১ মরশুমের বিজয় হাজারে ট্রফিতে পৃথ্বী শ ৮২৭ রান সংগ্রহ করেন, যা এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টের একটি মরশুমে কোনও ব্যাটসম্যানের সংগ্রহ করা সব থেকে বেশি ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড। জগদীশান চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৫টি শতরান-সহ ৮২২ রান সংগ্রহ করেছেন ইতিমধ্যেই। সুতরাং, কোয়ার্টার ফাইনালে ৫ রান করলেই পৃথ্বীকে ছুঁয়ে ফেলবেন তিনি। ৬ রান করলে জগদীশান ছিনিয়ে নেবেন পৃথ্বীর রেকর্ড। এই ম্যাচে ৮ রান করেন জগদীশান।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে টপকাতে মাত্র ২ রান দরকার ছিল জগদীশানের। ২০১৭-১৮ মরশুমের বিজয় হাজারে ট্রফিতে মায়াঙ্ক ৮২৩ রান সংগ্রহ করেছিলেন। পরে তাঁর থেকে রেকর্ড ছিনিয়ে নেন পৃথ্বী। এবার জগদীশানের কাছে পৃথ্বীর রেকর্ড হাতছাড়া হল।

বিজয় হাজারে ট্রফিতে জগদীশানের ৬ বিশ্বরেকর্ড

- বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৫০ ওভারের খেলায় (ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক মিলিয়ে) একটানা ৫টি সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড গড়েন জগদীশান।
- লিস্ট-এ (৫০ ওভারের) ক্রিকেটে সব থেকে বেশি রানের (২৭৭) ব্যক্তিগত ইনিংসের বিশ্বরেকর্ড গড়েন জগদীশান।
- সাই সুদর্শনকে সঙ্গে নিয়ে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে যে কোনও উইকেটের জুটিতে সব থেকে বেশি (৪১৬) রানের পার্টনারশিপ গড়েন জগদীশান।
- ৫০ ওভারের ক্রিকেটে যুগ্মভাবে সব থেকে কম বলে (১১৪) ডাবল সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড গড়েন জগদীশান।
- লিস্ট-এ ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরির গণ্ডি টপকে থামা ইনিংসে সব থেকে বেশি স্ট্রাইক-রেট (১৯৬.৪৫) জগদীশানের।
- ২০২২-এর বিজয় হাজারে ট্রফিতে জগদীশান ৮৩০ রান সংগ্রহ করেন, যা এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টের একটি মরশুমে কোনও ব্যাটসম্যানের সংগ্রহ করা সব থেকে বেশি ব্যক্তিগত রান।

রোনাল্ডোকে ২২৫ মিলিয়ন অফার সৌদির ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড পর্বের পর ৩৭ বছর বয়সী ফুটবলারকে সৌদি আরবের একটি ক্লাব তিন বছরের জন্য ২২৫ মিলিয়ন ডলারে প্রস্তাব দিয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপের পর ক্লাব ও রোনাল্ডোর মধ্যেও এই চুক্তি হতে পারে। পর্তুগাল তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাব এবং ম্যানেজার এরিক টেন হাগকে তিরস্কার করেন। এর পরে দু'পক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছাড়ার ঘোষণা করে দিয়েছেন রোনাল্ডো। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর চলতি সপ্তাহে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসর থেকে বড় অর্থের অফার পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বলেন ক্লাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁকে ক্লাব ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন, যার পরে তিনি খুব বিরক্ত ছিলেন। এর পরে, গত সপ্তাহে ক্লাবটিও দাবি করেছিল যে তারা রোনাল্ডোর অভিযোগের পরে সঠিক পদক্ষেপ নিতে চলেছে। এরপরই দাবি করা রোনাল্ডোকে সৌদি আরবের একটি ক্লাব তিন বছরের জন্য ২২৫ মিলিয়ন ডলারে প্রস্তাব দিয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপের পর ক্লাব ও রোনাল্ডোর মধ্যেও এই চুক্তি হতে পারে। সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসর ক্লাবের অফার অনুযায়ী, রোনাল্ডো বছরে প্রায় ৭৫ মিলিয়ন ডলার আয় করতে পাবেন। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে এই আরব ক্লাবটি দীর্ঘদিন ধরে রোনাল্ডোর কাছে আসছে কিন্তু রোনাল্ডোর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়েছে। রোনাল্ডো এই প্রস্তাব মেনে নিলেও দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি চূড়ান্ত হতে অনেক সময় লেগে যাবে। আল নাসর এশিয়ার সবচেয়ে সফল ক্লাব, এখন পর্যন্ত ৯ বার লিগ শিরোপা জিতেছে তারা।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:02, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111